NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে জায়গা হবে না সঞ্জুর?

রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে চান যশস্বীও ৭

কলকাতা ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ ১ মাঘ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২১৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.01.2025, Vol.18, Issue No. 215, 8 Pages, Price 3.00

গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পূণ্যস্নান সারলেন হাজারো মানুষ।

মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান কোটি কোটি পুণ্যার্থীর

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি: ১৩ জানুয়ারি কুম্ভমেলা শুরুর দিনেই জনসমুদ্র পরিণত হল প্রয়াগরাজ। এদিন দেড় কোটিরও বেশি মানুষ ডুব দেন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর পবিত্র সঙ্গমস্থলে। একদিকে যখন সন্ত থেকে সাধারণ জনতা মোক্ষের আশায় হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে জলে ডুব দেন। এদিন প্রয়াগরাজ গঙ্গাতীরে প্রথমে পুণ্যস্নান করেন বিভিন্ন মত ও পথের প্রায় এক কোটি সাধু। এরপর সাধারণ জনতা স্নানের সুযোগ পান। সোমবার সূর্যোদয়েরও আগে ভোর ৪টে থেকেই শুরু হয়েছিল মহাস্নান। 'জয় শ্রীরাম', 'হরহর মহাদেব'-সহ বিভিন্ন ধ্বনি তুলে যোগী সরকারের ব্যবস্থাপনায় তৈরি বিভিন্ন ঘাঁটে স্নান করেন সন্ত-সাধু-বাবারা। উল্লেখ্য, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর প্রধান সঙ্গমস্থলে কেবলমাত্র সন্তদেরই স্নানের অনুমতি রয়েছে। অন্যান্যদের স্নানের জন্য গঙ্গাতীরে অসংখ্য ঘাটের ব্যবস্থা করা হয়।

একদিকে যখন পৌষ পূর্ণিমার প্রথম দিনের মহাস্নান শুরু হয়েছে, অন্যদিকে তখন প্রয়াগরাজে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে সেলফি তুলতে ব্যস্ত জনতা। আসলে যোগী ও মোদির কাটআউট তৈরি করা হয়েছে মেলাপ্রাঙ্গনে। সেই কাটআউটের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কম বয়সি ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি মহিলারাও নন্দিদ্বারের কাছে ওই কাটআউটের সামনে ছবি তুলতে ভিড় জমান। উজ্জয়িনীর বাসিন্দা ব্রজেশ শর্মা, পুণে থেকে আসা সুগন্ধা ধিপ্পো, দিল্লি থেকে আসা সুনীতা স্বামীরা মোদি-যোগীর সঙ্গে সেলফি তোলার পাশাপাশি কুম্ভমেলার ব্যবস্থাপনার ঢালাও প্রশংসা করেন।

প্রসঙ্গত, ১৪৪ বছর পর এবারের মহাকুম্ভর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে ৪০ কোটি পুণ্যার্থীর জন্য গড়ে তোলা হয়েছে এক অস্থায়ী নগরী। ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার পর ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভারতে হিন্দু পুণ্যার্থীদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ।

বাঘাযতীনে ভেঙে পড়ল আস্ত বহুতল

আবাসন ভাঙার কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: গার্ডেনরিচের পর বাঘাযতীন। ১০ মাসের ব্যবধানে কলকাতায় ফের বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনা। তবে এবার কোনও বাড়ি বা আবাসনের একাংশ নয়, ধসে গিয়ে হেলে পড়ে গোটা বিল্ডি। নেতাজি নগর থানা এলাকায় বাঘাযতীন হাসপাতাল থেকে কিছু দূরে কলকাতা পুরসভার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিদ্যাসাগর কলোনির এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এদিকে, সন্ধ্যের পর চারতলা আবাসনটি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়। চারতলার উপরের ফ্ল্যাটের জানলার কাচ ভেঙে ভিতরে ঢোকেন ভাঙার কাজে নিযুক্ত কর্মীরা। ঘটনাস্থলে ছিল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুরসভা, পুলিশ এবং দমকল আধিকারিকেরা। তাঁদের তদারকিতেই চলে ভাঙার কাজ।

মঙ্গলবার দুপুরে আচমকাই হেলে পড়ে বাঘাযতীনের ওই ফ্ল্যাটবাড়িটি। সন্ধ্যা গড়াতেই সেই ফ্ল্যাট ভাঙার কাজ শুরু হল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল, পুরসভা এবং পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও। বিপজ্জনক ভাবে বাড়িটি হেলে পড়ায় চিন্তার ভাঁজ দেখা যায় স্থানীয়দের কপালে। ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদবপুরের বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।

এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত এলাকাবাসী। একই সঙ্গে তাঁরা বিস্মিত। বহুতল হেলে যাওয়ার ঘটনায় কলকাতা পুরসভা মামলা দায়ের করবে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, হাইড্রোলিক জ্যাক দিয়ে বাড়িটি উঁচু করা হচ্ছিল। তবে এটি করতে বারণ করেছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তাঁর আপত্তি আগ্রহ্য করেই এই কাজ হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এই ফ্ল্যাটটি কমপক্ষে ১০ থেকে ১২ বছরের পুরনো বলে জানা গিয়েছে। তবে স্বস্তির খবর, দুর্ঘটনার সময়ে গোটা বাড়িটি ফাঁকাই ছিল। এতএব মৃত্যু বা আহত হওয়ার কোনও খবর নেই।

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দাদের কথায়, বহুতলে অনেক আগে থেকেই ফাটল লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু সেইভাবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এদিকে যে প্রোমোটার বিল্ডিং তৈরির দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরও খোঁজ শুরু হয়েছে এখন।

অভিযোগ উঠছে, কমদামি বা নিকৃষ্টমানের সামগ্রী দিয়ে এই বহুতল তৈরি করা হয়েছিল। আর পুরসভার নিয়ম মেনেও তা তৈরি করা হয়নি। এই ঘটনা তারই পরিণতি। বাড়িটিতে দুর্ঘটনার সময়ে কেউ ছিল না বলে বড়সড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। নাহলে অনেকের মৃত্যু হতে পারত চাপা পড়ে। এখন বহুতল এইভাবে হেলে থাকার জন্যও আশেপাশের বাসিন্দারা আতঙ্কিত। তাঁদের আশঙ্কা যে কোনও সময়ে বহুতলটি পুরো ভেঙে পড়তে পারে তাঁদের বাড়ির ওপর। যদিও আশেপাশের বাড়ি থেকে স্থানীয়দের অন্যত্র সরানো হয়েছে। কলকাতা পুরসভা জানিয়েছে পুরো বাড়িটিই ভেঙে ফেলা হবে।

মালদহে ফের প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে খুন তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার মালদহে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা। দুলাল সরকার খুনের ১২ দিনের মাথায় প্রকাশ্যে আবার মালদহে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটল। এ বার ঘটনাস্থল কালিয়াচক। এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আহত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। তবে আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সাত সকালে কালিয়াচকে তৃণমূল নেতা-সহ তিনজনকে ইঁট দিয়ে মাথা থেঁতলে এবং গুলি চালিয়ে হামলার অভিযোগ উঠলো সশস্ত্র একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক তৃণমূল কর্মীর। পাশাপাশি জখম হয়েছেন স্থানীয় তৃণমূলের দুই নেতা। আহতদের সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। মঙ্গলবার সকাল ৯ টা নাগাদ এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমিনপাড়া নয়াবস্তি এলাকায়। হামলার ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছয় কালিয়াচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম আতাউর শেখ (৫০)। জখম হয়েছেন দুই তৃণমূল নেতা বকুল শেখ (৪৮) এবং এসারুদ্দিন শেখ (৩৫)। এরা সম্পর্কে দুই ভাই। আহত বকুল শেখ তৃণমূলের নওদা যদুপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি পদে রয়েছেন। অপর আহত এসারুদ্দিন শেখ নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের নির্বাচিত সদস্য । বর্তমানে তিনি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতার পদে রয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মোমিনপাড়া নয়াবস্তি এলাকায় একটি ড্রেনের শিলান্যাস কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সভাপতি বকুল শেখ এবং তার ভাই তথা নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য এসারুদ্দিন শেখ। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন দলের কর্মী সমর্থকেরাও ছিলেন। ওই কর্মসূচি থেকে ফেরার সময় আচমকায় ১৫ থেকে ২০ জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতীর দল ওই দুই তৃণমূল নেতার ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। সেই সময় দুষ্কৃতীদের ছোঁড়াগুলি মাথায় লাগে তৃণমূল কর্মী আতাউর শেখের। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরই ওই দুই তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। সেইগুলি মাথার পাশ দিয়ে ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। এরপরই ওই দুই তৃণমূল নেতাকে ইঁট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুনের চেষ্টা চালায় হামলাকারীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নওদা যদুপুর এলাকায় জাকির জাকির শেখের গোষ্ঠী এবং বকুল শেখের গোষ্ঠীর বিবাদ দীর্ঘদিনের। ক্ষমতা এবং এলাকা দখলের লড়াই নিয়ে মূলত এই দুই গোষ্ঠীর লড়াই। তৃণমূলের ওই দুই নেতার ওপর হামলা এবং দলীয় এক কর্মীকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে জাকির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

আহত বকুল শেখের এক ভাই তথা জেলা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি মহম্মদ আজমল বলেন, 'জাকির শেখ কংগ্রেস করতো। কয়েক মাস আগে তৃণমূলে যোগদান দেয়। কালিয়াচক ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সারিউল ইসলামের ছত্রছাড়াও রয়েছে জাকির শেখের গোষ্ঠী। এদিন ওরাই পরিকল্পনা করে বকুল এবং এসারুদ্দিনের ওপর গুলি চালায়, হামলা করে। আর দুষ্কৃতীদের সেই গুলিতেই বকুলের এক অনুগামী আতাউরের মৃত্যু হয়। এলাকায় জাকির গোষ্ঠীর লোকেরা কোনওরকম উন্নয়নমূলক কাজ করতে দিচ্ছে না। যখন তখন সন্ত্রাস কায়েম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এনিয়েই বকুল ও এসারুদ্দিনেরা প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তার ফলস্বরূপ এদিন হামলায় স্বীকার হতে হলো। পুরো বিষয়টি নিয়ে জাকির শেখ, নাসির শেখ-সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।'

এদিকে এই হামলার ঘটনার পর জাকির শেখের সঙ্গে কোনওরকমভাবে যোগাযোগ করা যায়নি। কালিয়াচক ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সারিউল ইসলাম জানিয়েছেন, যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এখানে রাজনৈতিক কোনও সম্পর্ক নেই। পুরনো বিবাদকে ঘিরেই এই ধরনের হামলার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছি। উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি ইংরেজবাজার শহরের মহানন্দাপল্লী এলাকায় দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে খুন হন তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি তথা ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাবলা সরকার। সেই ঘটনার রেষ কাটতে না কাটতে ফের ১২ দিনের মাথায় তৃণমূল নেতার ওপর প্রকাশ্যে হামলা এবং দলীয় কর্মীকে গুলি করে দুষ্কৃতীদের খুনের ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও এব্যাপারে জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গোপাল সরকার জানিয়েছেন, গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই খুন হয়েছে তৃণমূল কর্মী। দুইজন তৃণমূল নেতা জখম হয়েছেন। জাকির শেখ আমাদের দলের কোনও দিনই ছিল না। এটা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ লড়াই।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'জাকির শেখ কোনওদিনই তৃণমূল দল করেনি। ও বরাবরই কংগ্রেসের একজন স্থানীয় নেতা হিসাবে পরিচিত। জাকির শেখের বিরুদ্ধে বিগত দিনেও বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল। এখন কংগ্রেস নিজেদের দোষ ঢাকতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।'

পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, এই হামলার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এলাকায় পুলিশি পিকেট বসানো হয়েছে। বাকি হামলাকারীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

পৌষ পার্বণে শুভেচ্ছা মমতা-অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পৌষ মাসের বিদায় বেলায় সেদ্ধ পিঠে, ভাজা পিঠে, পুলি পিঠে, পাটিসাপটা আর নলেন গুড়ের গন্ধে মম করে উঠেছে গোটা বাংলা। আর মকর সংক্রান্তির এই পবিত্র দিনে রাজ্যবাসীকে পিঠে-পায়েসের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেসবুক পোস্টে এভাবেই তিনি পৌষ সংক্রান্তি উদযাপন করেছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টে সেই পিঠে-মাহাত্ম্যই উঠে এসেছে।

সূর্যের সোনালি আলো উষ্ণতা ছড়াক, পিঠে-পাটিসাপটা, নলেন গুড়ের মিষ্টি সুবাসে ভরে উঠুক ঘরদোর , এভাবে মকর সংক্রান্তিতে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে নবান্নের কথাও উল্লেখ করেছেন। নতুন ফসল তোলার মরশুমে একতা আর পারস্পরিক প্রীতি সুদিনের সূচনা করুক, আশীর্বাদপ্রাপ্ত হোক সকলে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতির এই বার্তায় ধরা পড়েছে নেট দুনিয়ায়।

সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন চ্যামলিং মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সস্ত্রীক তাঁর এই সাক্ষাৎ রাজনৈতিক সৌজন্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই বলে মুখ্যমন্ত্রী নিজের এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন। চ্যামলিং মুখ্যমন্ত্রীকে সিকিম সফরের জন্যও আমন্ত্রণ জানান।

রাজনাথের ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি: পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে দখলমুক্ত করতে গোপনে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মোদি সরকার। এবার তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মন্তব্যে। মঙ্গলবার কাশ্মীরের সেনার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজনাথ জানালেন, পিওকে ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীর অসম্পূর্ণ। শুধু তাই নয়, ভারত ও পাকিস্তানের অতীত যুদ্ধের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, যতবার লড়াই হয়েছে, ভারতীয় সেনার কাছে ভূপতিত হয়েছে পাকিস্তান।

আসারামের জামিন

জয়পুর, ১৪ জানুয়ারি: নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী আসারাম বাপুকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিল রাজস্থান হাইকোর্ট। তাঁর শারীরিক অসুস্থতার দিকটি বিচার করে ৩১ মার্চ পর্যন্ত তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। একই কারণে গত সপ্তাহে ওই ৩১ মার্চ অবধিই সুপ্রিম কোর্ট জামিনের নির্দেশ দিয়েছিল স্বঘোষিত ধর্মগুরুকে। যদিও মঙ্গলবার আলাদা ধর্ষণের মামলায় জামিন দিল রাজস্থান হাইকোর্ট।

মেদিনীপুর মেডিক্যালে সিআইডি

সিনিয়র-জুনিয়র চিকিৎসক ও নার্সদের জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রসূতি মৃত্যু, নিম্নমানের স্যালাইন ব্যবহারের অভিযোগের তদন্তে এ বার মেদিনীপুর মেডিক্যালের দুই জুনিয়র ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন সিআইডি আধিকারিকেরা। জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি চার জন নার্সের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। সূত্রের খবর, মেদিনীপুর মেডিক্যালের সুপার জয়ন্ত রাউতকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন গোয়েন্দারা।

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনায় ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে একটি তদন্তকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা তদন্ত করে প্রাথমিক রিপোর্টও জমা দিয়েছে। তার পরই মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানান, এই ঘটনায় আরও তদন্তের প্রয়োজন। স্বাস্থ্য দপ্তরের তদন্ত কমিটির পাশাপাশি সিআইডিও এই ঘটনার তদন্ত করবে। সেই নির্দেশের পর মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ সিআইডির দল মেদিনীপুর মেডিক্যালে পৌঁছয়।

সূত্রের খবর, কলকাতা থেকে ডিএসপি পদমর্যাদার এক আধিকারিকের নেতৃত্বে একটি দল মেদিনীপুর মেডিক্যালে যায়। সুপারের ঘরেই চলে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। জুনিয়র ডাক্তার, নার্স ছাড়াও দু'জন সিনিয়র চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেন সিআইডি আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, গত বুধবার দায়িত্বে থাকা স্ত্রীরোগ বিভাগের দুই সিনিয়র চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দুপুর থেকে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। ঘটনার দিন ঠিক কী ঘটেছিল? কী কারণে প্রসূতিরা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তার পর এক জনের মৃত্যু হয়? তা বিশদে জানার চেষ্টা করেন তদন্তকারীরা। স্ত্রীরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে মহম্মদ আলাউদ্দিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে খবর। এই প্রসঙ্গে জয়ন্ত বলেন, 'তদন্ত চলছে। সিআইডি দল এসেছে। তারা যাঁদের যাঁদের ডেকে পাঠিয়েছিল, তাঁরা সকলেই এসেছিলেন।'

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে শুক্রবার এক প্রসূতির মৃত্যুর পরেই তাঁকে দেওয়া রিঙ্গার্স ল্যাকটেট (আরএল) স্যালাইনের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তদন্তকারী দলের প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মুখ্যসচিব বলেন, 'নিয়ম হল অস্ত্রোপচার হলে সিনিয়র ডাক্তারের অধীনে জুনিয়র ডাক্তারেরা কাজ করবেন। কিন্তু প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে আমরা যা পেয়েছি, তাতে মেদিনীপুরে মেডিক্যাল কলেজে সেই প্রক্রিয়া মানা হয়নি। তবে আরও তদন্ত দরকার। তা চলছে।' স্বাস্থ্য ভবনের তদন্তকারী কমিটিকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তদন্ত করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, সিআইডিও এই ঘটনার তদন্ত করে রিপোর্ট দেবে রাজ্যকে। মুখ্যসচিব জানান, বিস্তারিত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই দোষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/১২/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৩৫২ নং এফিডেভিট বলে Lais Alam ও Md. Les S/o. Md. Musa সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Prem Gurung ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ram Bahadur Gurung ও B. Gurung উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৪/০১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৬৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Indrajit Chattopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kanai Lal Chattopadhyay ও K. L. Chattopadhyay উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২০ নং এফিডেভিট বলে Sisir Kumar Dey S/o. Ajoy Chandra Dey ও Sisir Dey S/o. A. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৬৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Chanchal Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Atul Chandra Ghosh ও S. Ch. Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Radha Debi ও Mrs. Radhadebi Shaw W/o. Lalan Shaw সাং ১৭৮৮, নিউলাইন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক নাম Radha Debi.

নাম-পদবী

গত ১৪/০১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৫৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Priya Roy W/o. Satyajit Roy & Priya Ghosh D/o. Rabindranath Ghosh R/o. Berela Goylapukur, Berela, Pandua, Hooghly-712134, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি, নোশির সাপুর ওয়াদিয়া, বাসস্থান মার্লিন রিজেন্সী, কলকাতা, নোটারি আলিপুর জাজেস কোর্ট, এফিডেভিড নং ১৬/১৩/১/২৫, তারিখ ১৩.০১.২০২৫ দ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে আমার নাম নোশির সাপুরজী ওয়াদিয়া হল। নোশির সাপুর ওয়াদিয়া এবং নোশির সাপুরজী ওয়াদিয়া একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ই জানুয়ারি ১লা মাঘ। বুধবার। দ্বিতীয়া তিথি, জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র দশা, বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মেলা শুরু। পরম বৈষ্ণব শ্রী মদ্ উদ্ধারন ঠাকুরের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। নববস্ত্র পরিধান। শান্তি স্বস্ত্যায়ন। কুমারী নাসিকা বেধ। বিক্রয় বাণিজ্যে।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **আসরাফুল আহমেদ, জয়নুল আহমেদ,** পিতা- জালাল আহমেদ, জাহানারা আহমেদ, স্বামী - আসরাফুল আহমেদ, সাং- কামালগাজী, নরেন্দ্রপুর, ১৮ নং দলিল মূলে ৬ কাঠা ৯ ছটাক ৩৯ বর্গফুট জমি ক্রয় করেন দাতা **কার্তিক মন্ডল** আমমোক্তার **আজাদ উদ্দিন মোল্লা,** পাওয়ার নং ৫৬৩৭, সোনারপুর, মৌজা মকরমপুর, দাগ ১১৪, খতিয়ান ৮৫২, বর্তমানে মিউটেশানের আবেদন করেছেন কাহারো আপত্তি থাকিলে সোনারপুর BLR অফিসে যোগাযোগ করুন।
MN/669, MN / 671, MN/670,

Prabir Kumar Roy
ADVOCATE
ALIPORE CRIMINAL COURT
Regist. NO - W.B. 828/81

বিজ্ঞপ্তি

I-5489/24, Date 11/06/24

গ্রহীতা:- ডালিম সেখ, পিতা মৃত নাদের সেখ, সাং ও থানা ও পোঃ নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ
দাতা :- বৈজন্তী ঘোষ, স্বামী রেকাব চাঁদ সেখ, সাং গোপগ্রাম, পোঃ-রাইন্ডা, থানা নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ।
মৌজা - J.L 88 গোপগ্রাম, J.L 89 (87) পমিয়া, J.L 90 নারায়নপুর, J.L 109 খেকুল, খতিয়ান - L.R 177, 1714, 1488, R.S 60, সাবেক - 98, 116, 927 হাল - 12, 10, 184, আরও প্রকাশ থাকে যে বৈজন্তী ঘোষের মা ও বাবা জাঠার মৃত্যান্তে যত সম্পত্তি আছে সমস্ত সম্পত্তি পাওয়ার এ বিক্রয় করি বা নিজ নামে রেকর্ড করে নিলে কারও কোন আপত্তি থাকবে না।

বিজ্ঞপ্তি

I-9062/24, Date 11/09/24

গ্রহীতা :- মিজানুর রহমান, পিতা আব্দুল ওয়াহেদ সরকার, সাং জয়রামপুর, পোঃ ও থানা ডোমকল।
দাতা :- ১) বেগম মালিকা পারভিন বানু, স্বামী আব্দুল ওয়াহেদ, ২) আব্দুল ওয়াদুদ সরকার, পিতা মৃত আব্দুল ওয়াহেদ সরকার ৩) মোঃ মুকলেসুর রহমান সরকার, পিতা ,মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ সরকার, ৪) মহাবুবা সরকার, স্বামী আমজাদ হোসেন মন্ডল, ৫) নাসিমা আক্তার বানু, স্বামী ইউছোব আলি মন্ডল, সাং গন্ধ রাজপুর, পোঃ-হুদা গোপীরামপুর, থানা মুরুটিয়া, জেলা নদীয়া ৬) সামিমা আক্তার বানু, স্বামী আব্দুল আজাহারুদ্দিন আহমেদ। মৌজা - ১১৪ মুকুন্দপুর, দাগ নং - ৩৪৩, খতিয়ান নং - ৭৮৩, রকম - আমন। উক্ত পাওয়ার কপিতে সঠিক আছে বলে গ্রহন যোগ্য হইবে, তাই পেপার দেওয়া হল। যদি কারও অভিযোগ থাকে অবশ্যই Nabagram B.L & L.R.O অফিসে জানাবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
টাইটেল অ্যাপিল নং ০৪/২০২৪
অ্যাপিলেন্ট :- শ্রী রবি শঙ্কর মোহান্ত দীং
বনাম
রেসপনডেন্ট :- শ্রী শম্ভু অধিকারী দীং

বরাবর :- জয়া অধিকারী, পিতা- স্বর্গীয় সদানন্দ দাস অধিকারী, সাং- মধ্য শ্রীরামপুর, ভায়া নবদ্বীপ, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭৪১৩১৬
এতদ্বারা আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তি দিয়া জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত অ্যাপিলেন্টগণ - **জয়া অধিকারী,** পিতা- স্বর্গীয় সদানন্দ দাস অধিকারী, সাং- মধ্য শ্রীরামপুর, ভায়া নবদ্বীপ, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭৪১৩১৬, এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বর্তমান টাইটেল অ্যাপিল মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। আপনার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
অদ্য ইংরাজী ১৩/০১/২০২৫ তারিখে আদালতের শীল স্বাক্ষর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

আদেশানুসারে
প্রতিম চৌধুরী
সেরেস্তাদার নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
Bench Clerk
Addl. District & Sessions Judge
Nabadwip, Nadia 13/01/25

নোটীশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে- (১) **প্রদীপ লোধা,** পিতা- নন্দলাল, সাং- রাধানগর, পোঃ-আমলাগোড়া, থানা- গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর **(২) বুদ্ধদেব সতপতি,** পিতা- শিশির কুমার, সাং-বড় ডাবচা পোঃ- সাতবাঁকুড়া, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর **(৩) রাজেন্দ্র কুমার আগারওয়াল** পিতা- ৺ছগনলাল, সাং- H/৩৪/F রোড এয়ারবেস কলোনী, ডাকঘর ও থানা -কদমা, জেলা - পূর্ব সিংভুম, ঝাড়খন্ড, পিন-৮৩১০০৫ **(৪) ভানু প্রসাদ পান,** পিতা- মধুসূদন পান, সাং+ডাকঘর- কিয়াবনী, থানা-গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর মহাশয় গণকে আমমোক্তারনামা যাহার নং- ১৩৭৩, তাং- ৩১/০৫/২০১৯ এ.ডি. এস.আর. গড়বেতা মূলে হস্তান্তর করার অনুমতি-সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন **চন্দ্রভূমি এল.এল.পি.।**
তাহাতে কারো যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটীশের ১৫ দিনের মধ্যে বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

তপশীল

মৌজা- চাঁদাবিলা, জে.এল নং- ৪৬১
খতিয়ান নং- ৪০৩,৪০৪,৪০৫,৪০৬,৪০৭, ৪০৮,৪০৯,৪১০,৪১১,৪১৩,৪১৫,৪১৬, ৪১৭,৪১৮,৪৪৪,৪৪৫,৪৪০,৪৪১,৪৪৭
দাগ নং-২৩৬,২৩৭,২৪৬,২৪৮,২৪৯,২৫০, ২৫২,২৫৪,২৫৫,২৫৬,২৫৯,২৬১,২৬৩,২৬৪, ২৪২,২৫৪/৩৯০,২৫৪/৩৯২,২৫৪/৩৯১, ২৪৮/ ৩৮৬,২৪৯/৩৮৯,২৪৯/৪০২,২৪৩/৩৮৩
মৌজা- তেলটোকা, জে.এল নং- ৪৩৯,
খতিয়ান নং- ৩৬৬, দাগ নং-৩৬৮, পরিমাণ - ০.০৯ এঃ।

মোট পরিমান- ৮.৫৬৫ একর।
Susanta Kumar Jana (Advocate)
Enro. No.- F886/2007
Midnapore Judges' Court

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল জয়দেব দত্ত, পিতা- সুধীর দত্ত জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালী মৌজা- ৯৭নং সোন্দা, খতিয়ান নং LR ৬৯১, দাগ নং LR 841, পরিমাণ ২.৪৮ শতক জমি ইংরাজী ১১.০৮.২০১০ তারিখে IV-88 নং আমমোক্তারনামা বলে শ্যামল দাস মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সম্পত্তি বাবদে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৯৪৩৪১২৯৭১৭ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

সন্দীপ রায়,
এ্যাডভোকেট,
জাজেস কোর্ট, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১) অশোক কুমার সাহা, পিতা- ৺মুকুন্দলাল সাহা, ২) অমিতাভ সাহা, পিতা- অসিত কুমার সাহা ৩) সুপর্না সাহা, স্বামী- অশোক কুমার সাহা ও ৪) অসিত কুমার সাহা, পিতা- ৺মুকুন্দলাল সাহা একত্রে জেলা নদীয়া, থানা- কোতয়ালী, মৌজা- ৮৫নং ইটলা, খতিয়ান নং- LR 2243, 2244, 2241, 2242, দাগ নং RS 1281, 1282, LR 2647, 2629, মোট পরিমাণ- ১৩৩.০৫ শতক জমি যথাক্রমে ইংরাজী ০২.০৭.২০১০ তারিখে IV-127 নং, ইংরাজী ১২.০৮.২০০৯ তারিখে IV-64 নং, ইংরাজী ২২.১২.২০০৩ তারিখে IV-146 নং, ইংরাজী ১৬.০২.১৯৮০ তারিখে IV-221 নং পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা বলে মনিমোহন সাহা, পিতা- ৺মুকুন্দলাল সাহা মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সম্পত্তি বাবদে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৯৪৩৪১২৯৭১৭ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

সন্দীপ রায়,
এ্যাডভোকেট,
জাজেস কোর্ট, নদীয়া।

NOTICE

In the Court of Ld. District Delegate, Kharagpur
Succession Certificate
Case No:24/2024

SRI DURGA SANKAR TIWARI S/O Late Srikrishna Tiwari of Subhaspalli, Kharida Bazar PO-Kharagpur P.S-Kharagpur Town Dist-Paschim Medinipur ....**Petitioner**

Notice is hereby given to all concern that **BASUDEO TIWARI**, permanent resident of Subhaspalli, Kharida Bazar PO-Kharagpur P.S-Kharagpur Town Dist-Paschim Medinipur died on 27.02.2020. He was a retired professor of J.W.College, Jamshedpur District-East Singhbhum and during his service period he along with his wife **Shanti Tiwari** used to reside at his service place at **PARAS APARTMENT**, Flat No: 02/02, Bhuyadih PO-Agrico, Jamshedpur Dist-East Singhbhum. His wife **Shanti Tiwari** died on 24.11.2007. At the Time of death, the deceased **Basudeo Tiwari** left behind his only brother **Srikrishna Tiwari** as his sole legal heir and subsequently **Srikrishna Tiwari** died leaving behind his only son **Durga Sankar Tiwari** as his sole legal heir. At the time of death **Basudeo Tiwari** left behind **05 (Five) Nos. of L.I.C. Policies** stated in the schedule below. The above petitioner filed succession Certificate case claiming the amount lying in the said L.I.C. Policy and the next date of the case is on **03.03.2025**. If any person has got any claim/ objection he/she may appear before this court and file objection within 30 days from the date of publication of this Notice, failing which the case will be heard ex-parte according to law.

Schedule of the property
Name of the Insurance Co.: Life Insurance Corporation of India Sakachi Branch, Divi. office- Jamshedpur **Scheme:** Varistha Pension Bima Yojana.

Policy No:	Amount
i) 554046838	Rs. 50,000/-
ii) 554050948	Rs. 50,000/-
iii) 554053294	Rs. 40,000/-
iv) 554049276	Rs. 65,000/-
v) 504046198	Rs. 50,000/-

Total Rs: 2,55,000/- plus other benefits if any.
By order
Madan Mishra (Sheristadar)
District Delegate Kharagpur Sub-Division Court, Paschim Medinipur

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, ১) সমরেন্দ্র নাথ সেন, পিতা- ৺শ্যামাপদ সেন, লেকটাউন, কোলকাতা, ২) মীরা দাস, স্বামী- দীনবন্ধু দাস, চিৎপুর, কোলকাতা, ৩) ডলি মিত্র, স্বামী- প্রদীপ মিত্র, ব্যারাকপুর, কোলকাতা, ইং ০১.০৮.২০০৮ তাং এ.ডি.এস.আর. বিধান নগর, সল্টলেক অফিসে বুক- IV-797 নম্বর আমমোক্তারনামা মূলে সত্যেন্দ্রনাথ সেন, পিতা- ৺শ্যামাপদ সেন কে হস্তান্তর করিবার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে কারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৭ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহবান করা হইতেছে।

তপশীল

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- গড়বেতা, মৌজা- দূর্লভগঞ্জ, জে. এল. নং- ৪৬৫, এল.আর. খতিয়ান নং- ৩৪৯/১, আর.এস. দাগ নং-১৮৭, এল. আর দাগ নং- ৫৫৯, পরিমান- ২.৪৮ ডেঃ।

Subhasish De
Advocate
Judges' Court, Paschim Medinipur
13/01/25.

PUBLIC NOTICE

This is to notify to all that my Client MITALI SHARMA W/o Hiralal Sharma P.O.& P.S. Chandannagar, Laldighidhar W, Dist.: Hooghly, Pin 712136, Mob 9748806150 purchased a land area 0.0592 acre in Mouza-Chandannagar, Plot No. 139. J.L. No. 1 from Susanta Kr Sur S/o Lt Kiran Ch Sur, Sur Para, Chandannagar, Pin 712136. Regd. Sale Deed no. 1103, Dt. 05/06/1991. My said Client built house "Ananta Cottage" in the said Plot No. 139 in 1996 and residing at the place uninterruptedly. It is free from all encumbrances since 1991. The said Plot No. 139 area 0.0592 acre is not involved in any Court Case.
My said Client has filed application for mutation for her purchased land, Plot No. 139 area 0.0592 acre, before B.L. & L.R. Office, Mankundu, Hooghly.
Any person or persons having any right title or interest by way of inheritance or claim against the said land and shares should send their claims in writing to the undersigned along with the documentary evidence in support of the said claim thereof within 15 days of publication of the said Notice, failing which claims in any shall be deemed to have been waived

Mr. Asish Kumar Ghosh,
Advocate, Chandannagar Court,
Regd No 76/2002,
Mob: 9836279979

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১
পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭
পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬
মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।
বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

Mr. Alok Kumar Biswas S/o. Haran Chandra Biswas R/o. Pandit Satghara, Purba Para, Mallick Para, Serampore, Hooghly-712203, মহাশয় বিগত ইং 02/03/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1103/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **Mr. Girdhari Sharma** S/o. Lt. Ram Gopal Sharma R/o. Pandit Satghara, Purba Para, Mallick Para, Serampore, Hooghly-712203, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 03/03/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1144/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **Mr. Santosh Ojha** S/o. Brij Bihari Ojha R/o. 28/2/A/1 Ratin Pal Sarani, Natun Gram, More Pukur, Serampore, Hooghly-712250 মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা শ্রীরামপুর, মৌজা পন্ডিত সাতঘড়া, ১৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 1869 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 736 নং দাগে বাগান 18 শতক তন্মধ্যে 9.92 শতক বা কমবেশী ৬ কাঠা সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **Mr. Santosh Ojha** S/o. Brij Bihari Ojha উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও শ্রীরামপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

অসুস্থ পুণ্যার্থীকে এয়ারলিফ্ট করে আনা হল হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা রমেশ দুবে (৭৬)। মূলত শ্বাসকষ্ট ও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া ওই ব্যক্তিকে মঙ্গলবার দুপুরে গঙ্গাসাগর থেকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে নিয়ে আসা হয়। এরপর সেখান থেকেই গ্রিন করিডোর করে কলকাতার এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার সকালে লাখান সিং নামে (৭৫) মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা আরও এক রোগীকে একইভাবে এআর অ্যাম্বুল্যান্স এর মাধ্যমে হাওড়ায় নিয়ে আসা হয় এবং এখান থেকে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। মেলায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন এই দুই পুণ্যার্থী। তাঁদের দুজনকে দু'বার এয়ার লিফট করে নিয়ে আসা হল হাওড়ায়। তাঁদের দুজনকেই এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে বলেই জানা যাচ্ছে। এই বছরের গঙ্গাসাগর মেলায় রবিবার দিনে প্রথমে ঠাকুর দাস (৭০) এক বৃদ্ধকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তিনি এসেছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে হেলিকপ্টার অ্যাম্বুলেন্সে পাঠানো হয় হাওড়া ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে। ভর্তি করানো হয় এমআর বাঙ্গুরে।

পরে, রবিবার দুপুরে মহারাণী মন্ডল নামে, ৮৫ বছরের বৃদ্ধাকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হয় হাওড়ায়। ক্যানিং-এর বাসিন্দা মহারানীকে হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে দ্রুত এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঠাণ্ডা ও উচ্চ রক্তচাপের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, সাগরে পুন্যস্নান হল ১৪ জানুয়ারি। ওই দিন গঙ্গাসাগরে ভিড় জমে সাধু সন্ন্যাসী থেকে সাধারণ পুণ্যার্থীদের। এবছর গঙ্গা সাগরে প্রায় এক কোটির বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আগেই জানানো হয়েছিল, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এবং হেলিকপ্টারের মাধ্যমে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের উদ্ধার করে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে আসার ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। গত বছরও অসুস্থ ১৩ জনকে হেলিকপ্টারে উদ্ধার করা হয়েছিল। যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে এবার আরও অনেক সুবিধা পাবেন যাত্রীরা। বাবুঘাট থেকে সরাসরি কচুবেড়িয়া, সেখান থেকে এই বছর মেলা পর্যন্ত একটি টিকিটেই যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্যের দুই তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের দুই তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজ্য কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রশাসন, সমাজসেবা, আইন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি জ্ঞান ও কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বরা রাজ্য তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত আইএএস এবং আইপিএস আধিকারিকরা তথ্য কমিশনের মুখ্য ও অন্যান্য কমিশনার পদে নিযুক্ত হন। আবেদন জমা পড়ার পর বিশেষ নিয়োগ কমিটি বৈঠকে বসে তথ্য কমিশনারদের নাম চূড়ান্ত করবে। এই নিয়োগ কমিটির প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা কমিটির সদস্য। এই কমিটি আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে প্রাথমিক বাছাই করে প্রথমে একটি তালিকা তৈরি করে। তারপর কমিটি বৈঠকে বসে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করে রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠায়। রাজ্য পুলিসের অবসরপ্রাপ্ত ডিজি বীরেন্দ্র এখন মুখ্য কমিশনার পদে আছেন। তথ্য কমিশনার পদে আছেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস নবীন প্রকাশ।

'এসইউডি লাইফ মিডক্যাপ মোমেন্টাম ইনডেক্স ফান্ড' চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্টার ইউনিয়ন ডাই-ইচি লাইফ ইনসিউরেন্স কো. লিমিটেড (এসইউডি লাইফ) এই নতুন বছরে গর্বের সঙ্গে এসইউডি লাইফ মিডক্যাপ মোমেন্টাম ইনডেক্স ফান্ডের সূচনা ঘোষণা করেছে, যা পলিসি ধারকদের জন্য ভারতের গতিশীল মিডক্যাপ বাজারের প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর একটি আকর্ষণীয় সুযোগ প্রদান করে। এই ফান্ডটি নিফটি মিডক্যাপ ১৫০ মোমেন্টাম ৫০ ইনডেক্সকে ট্র্যাক করে, যা দুটি শক্তিশালী বিনিয়োগ কৌশলকে একত্রিত করে। মিডক্যাপের প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা এবং মোমেন্টাম। এটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য মোমেন্টামের ভিত্তিতে সেরা পারফর্মিং মিডক্যাপ স্টকগুলিকে চিহ্নিত করে, ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এবং প্রবৃদ্ধির প্রবণতা প্রদর্শনকারী কোম্পানিগুলির উপর ভিত্তি করে একটি কেন্দ্রিক পোর্টফোলিও নিশ্চিত করে।

সহায়ক মূল্যে চাষিদের কাছ থেকে ৩৫ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি খারিফ মরসুমে রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে ধান সংগ্রহে নতুন নজির তৈরি হয়েছে। এপর্যন্ত সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ৩৫ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১০ লক্ষাধিক চাষি সরকারের কাছে ধান বিক্রি করেছেন। নাম নথিভুক্ত করেছেন মোট প্রায় ২০ লক্ষ চাষি। ধান বিক্রির পর চাষিদের অ্যাকাউন্টে তার দাম মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগে কখনও এত বেশি পরিমাণে ধান এইসময়ের মধ্যে কেনা হয়নি বলে রাজ্যের খাদ্য দফতর জানিয়েছে। জানুয়ারি মাসের মধ্যেই মোট ধান কেনার পরিমাণ ৪০ লক্ষ টন ছাড়িয়ে যাবে বলেও তারা আশাবাদি । নভেম্বর মাস থেকে শুরু হওয়া খরিফ মরশুমে গড়ে ৫৫ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এবার তার থেকে অনেক বেশি ধান সংগ্রহ করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কর্মসূচির সাফল্যের জন্য খাদ্য দপ্তরের প্রধান সচিব পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছেন। মরশুমের বাকি সময়েও ধান কেনার গতি যাতে বজায় থাকে সেজন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত ২০২৪-২৫ খরিফ মরশুমের ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে নভেম্বরে, চলবে আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। এই সময়ে ৬৬ লক্ষ টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গত কয়েকবছর সরকারি উদ্যোগে মোটামুটি ৫৫ লক্ষ টন ধান কেনা হয়েছে। এবার প্রথম দু'মাসের লক্ষ্যমাত্রার ২৫ শতাংশের বেশি ধান কেনা হয়ে গিয়েছে। তাই এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি ধান কেনা সম্ভব হতে পারে বলেই আশা করছেন খাদ্য দপ্তরের কর্তারা।

পাঁচ আইপিএস-এর পদোন্নতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এরাজ্যের পাঁচজন আইপিএস অফিসার ডিআইজি স্তরে পদোন্নতি পেয়েছেন। এই মর্মে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে জানানো হয়েছে, ডেভিড ইভান লেপচা, পঙ্কজকুমার দ্বিবেদী, অভিষেক মোদি, অজিত সিং যাদব এবং গৌরব লাল- এই পাঁচজন আইপিএস অফিসার বর্তমান পদে থেকেই ডিআইজি হিসেবে কাজ করবেন। অন্যদিকে, ২০০৭ ব্যাচের ১০ জন আইপিএস অফিসারকে আইজি পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়াকার রাজা, মিরাজ খালিদ, সুধীরকুমার নীলকান্তম, কঙ্করপ্রসাদ বারুই, শ্যাম সিং প্রমুখ।

শিল্পোদ্যোগের কেন্দ্র হয়ে উঠছে বাংলা: সন্দীপ কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রতিভা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ উদ্ভাবন ও শিল্পোদ্যোগের কেন্দ্র হিসাবে দ্রুত আত্মপ্রকাশ করছে, এমনটাই জানালেন, সিআইআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের চেয়ারম্যান এবং টাটা স্টিল ডাউনস্ট্রিম প্রোডাক্টস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সন্দীপ কুমার। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, সরকার, শিল্প সংস্থা এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই রূপান্তর ঘটানো হচ্ছে। ২০১৬ সালে চালু হওয়া 'স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া' উদ্যোগের ফলে সারা দেশে স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এদিকে ডিপিআইআইটি-র মতে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ১,১৭০টি স্টার্ট-আপ রয়েছে, যা ২০১৯ সালে ২৭৬ টি স্টার্ট-আপ থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নীতি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ জোরদার করেছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গ স্টার্টআপ নীতি, যা আর্থিক সহায়তা, অবকাঠামো সহায়তা এবং পরামর্শদাতা প্রোগ্রাম সরবরাহ করে। বিশেষ করে কলকাতায় ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ইনকিউবেটর এবং কো-ওয়ার্কিং স্পেস সহ প্রযুক্তিগত স্টার্টআপগুলির জন্য একটি হটস্পটে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে শহরের গতিশীল ইকোসিস্টেমকে আকর্ষণ করছে ফিনটেক, হেলথটেক, এডটেক এবং ই-কমার্সের মতো সেক্টর থেকে উদ্যোক্তাদের।

পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংস্থার অর্থায়নে বেশ কয়েকটি ইনকিউবেটর এবং অ্যাক্সিলারেটরও স্টার্টআপের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, টি-হাব কলকাতা, হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত টি-হাবের একটি সম্প্রসারণ, স্টার্টআপগুলির জন্য পরামর্শদাতা, অর্থায়ন এবং সহযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্র সরবরাহ করে। আশা করা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে স্টার্ট আপ বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে ডিজিটাইজেশন, কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, টেকসইতা, স্বাস্থ্যসেবা অগ্রগতি, ইডিটেক রূপান্তর এবং ফিনটেক মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। এই প্রযুক্তিগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই অংশীদারিত্ব স্টার্ট আপগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, দক্ষতা এবং বাজারগুলিতে প্রবেশাধিকার প্রদান করে। এই বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজ্যের বৃহৎ-স্কেল দক্ষতা কর্মসূচি, যা এই অঞ্চলের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলির নেটওয়ার্ক দ্বারা সমর্থিত। আইআইটি খড়গপুর, আইআইএম কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এনআইটি দুর্গাপুরের মতো অগ্রণী প্রতিষ্ঠানগুলি এই বাস্তুসংস্থানে গবেষণা সহায়তা প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ২০২৫, ১ মাঘ, বুধবার

নজরকাড়া সাগর মেলা সংক্রান্তিতে ৩০ লাখ পুণ্যার্থীর স্নান!

কৃত্রিমভাবে ভিড় বাড়ানোর চেষ্টায় ক্ষুব্ধ পুণ্যার্থীরা

বিপ্লব দাশ ● গঙ্গাসাগর

প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলার কারণে গঙ্গাসাগর মেলায় এবার পুণ্যার্থীদের ভিড় বেশ কম। দেখা মেলেনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সাধু-সন্ন্যাসীদের। তবুও পুণ্যার্থীদের আটকে রেখে কৃত্রিমভাবে ভিড় বাড়ানোর মরিয়া প্রচেষ্টায় ক্ষুব্ধ পুণ্যার্থীরা। সংকীর্ণ ঘাটের রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েক কিলোমিটার হেঁটে পুজো দিতে গিয়ে হয়রানি পুণ্যার্থীদের। দিনের শেষে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জনজোয়ারের পরিণত হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত ৮৫ লাখ মানুষের সমাগম হয়েছে। মোট পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে সাগর মেলায়।

গত কয়েক বছরে যে চিত্র দেখা যায়নি, এবার তা দেখা গেল গঙ্গাসাগর মেলায়। পৌষের হিমেল বাতাস রুদ্ধ হওয়ায় শীত উধাও সাগরে। স্নানের জন্য রাত থেকেই সাগরপাড় দখল পুণ্যার্থীদের। সোমবার মধ্যরাতে জলমগ্ন এক নম্বর ঘাট। তার উপরে শালবল্লি দিয়ে তৈরি অস্থায়ী বাঁধে বালির বস্তার উপরেই জায়গা দখল পুণ্যার্থীদের। হালকা শীতের অনুভূতিতে সকাল হওয়ার অপেক্ষায় সকলেই। মঙ্গলবার সকাল ৬৫৮ মিনিটে নির্ধারিত সময়ের আগে থেকেই এক নম্বর ঘাটে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সকলেই স্নান সেরেই পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরতে চায়। তাই রাত থেকে অপেক্ষারত পুণ্যার্থীদের ভিড় সকালেই বেশি ছিল। সকাল ৮টা থেকে মেলা প্রাঙ্গণের মাইকে ঘোষণা, 'বাস স্ট্যান্ডের দিকে এখন কেউ যাবেন না।' যা বহাল রইল বিকেল পর্যন্ত। ঘোষণার কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা পুণ্যার্থীদের মধ্যে।

কপিল মুনির মন্দিরের সোজা রাস্তায় দুই নম্বর ঘাট। বিপজ্জনক এই ঘাট আপাতত বন্ধ। মন্দিরে যাওয়ার এই মূল রাস্তায় তাই এই রাস্তায় ভিড় বেশি। ব্যারিকেডের মাঝে মাঝে বাঁশ দিয়ে পুণ্যার্থীদের আটকানোর চেষ্টা। সংকীর্ণ ৩, ৪, ৫, ৬ নম্বর ঘাটের রাস্তা। ভেঙে যাওয়া এক নম্বর

ব্যারিকেডের মাঝে বাঁশ ফেলে পুণ্যার্থীদের আটকানোর চেষ্টা

ঘাটের পরিসর বাড়ানো হয়েছে, সেটাও বেশ দূরে। স্নান সেরে কপিল মুনির আশ্রমে আসতে অন্তত চার থেকে কিলোমিটার হাঁটা পথ। বিরক্ত পুণ্যার্থীরা। সকলেরই একটাই প্রশ্ন এবারে ভিড় কম। কিন্তু প্রশাসন কেন অহেতুক ভিড় আটকানোর চেষ্টা করছে।

অন্যান্যবার গঙ্গাসাগরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নাগা সন্ন্যাসী ও সাধুদের। যাঁরা জটাধারী কেশ দুলিয়ে স্নান করতেন। আর তাঁদের ছবি তুলতে হাজির থাকত সংবাদমাধ্যম। এবার তেমন সাধু-সন্ন্যাসীদের দেখা মেলেনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এবার এই সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীরা কুম্ভমেলায় ঘাঁটি গেড়েছেন। মকর সংক্রান্তির বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাগরে সমস্ত ঘাটের ভিড় ক্রমশ পাতলা হতে শুরু করে। দুপুর একটাতেই গঙ্গাসাগর যেন ভাঙা মেলার হাট। মকর সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগরের সারাদিনের এই চিত্র এবার সত্যিই নজরকাড়া।

প্রশাসনের তরফে বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, মকর সংক্রান্তির দুপুর পর্যন্ত ৩০ মানুষ পুণ্যস্নানে অংশ নিয়েছেন। ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি দুপুর পর্যন্ত মোট ৮৫ লক্ষ মানুষ গঙ্গাসাগরে এসেছেন। এখন পর্যন্ত পাঁচ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এরা সকলেই ভিন রাজ্য থেকে এসেছিলেন। সাতজন অসুস্থ তীর্থযাত্রীকে এয়ারলিফটের দ্বারা জরুরি ভিত্তিতে কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মেলায় ২৭২টি পকেটমারি ঘটনায় ২৬০টি ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে খোয়া যাওয়া বস্তু উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৬৭২ জনকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। হারিয়ে বা আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ৪৬৮৩ জন তীর্থযাত্রীর মধ্যে ৪৬৬০ জনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকাল ৬টা ৫৮ মিনিট পর্যন্ত চলবে পুণ্যস্নান। তাই আরও বহু পুণ্যার্থী মেলায় আসবেন বলে আশাবাদী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

সাগর মেলা শেষ হতেই নবান্ন অভিযান, পুণ্যার্থীদের সুরক্ষায় জনস্বার্থ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার ঠিক পরদিন অর্থাৎ আগামী ১৬ জানুয়ারি নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে একটি সংগঠন। ওইদিনই গঙ্গাসাগর থেকে ঘরে ফিরবেন দূর-দূরান্তের পুণ্যার্থীরা। নবান্ন অভিযানের কারণে, তাঁদের যাদের সমস্যা না হয় সেই দাবিতেই আদালতে দায়ের করা হয় এক জনস্বার্থ মামলা। আগামী বৃহস্পতিবার শুনানির সম্ভাবনা।

সংক্রান্তিতে পুণ্যস্নানের জন্য প্রতিবছরই গঙ্গাসাগরে আসেন কয়েক লক্ষ মানুষ। শুধু বাংলা নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দারা শামিল হন গঙ্গাসাগর মেলায়। দেখা মেলে বিদেশিদেরও। সংক্রান্তির পর একে একে ঘরে ফেরেন সকলে। ১৫ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলার শেষদিন। স্বাভাবিকভাবেই তারপরই ঘরে ফিরবেন রাজ্য ও দেশের বিভিন্নপ্রান্তের দর্শনার্থীরা। অধিকাংশই হাওড়া থেকে ট্রেন ধরেন। এদিকে ১৬ জানুয়ারি একটি সংগঠনের তরফে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে এর আগে একাধিকবার প্রবল অশান্তি দেখা গিয়েছে। রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলত ১৬ জানুয়ারি নবান্ন অভিযানে অশান্তি হলে পুণ্যার্থীরা বিপাকে পড়তে পারেন, এই আশঙ্কায় আদালতে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা। পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার দাবি জানানো হয়। আগামী বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি মামলার শুনানি।

কলকাতায় ট্রাম বন্ধ করার ঘটনায় আদালতের নির্দেশে অস্বস্তিতে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় ট্রাম বন্ধ করার ইস্যুতে এবার কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে বড় অস্বস্তিতে রাজ্য সরকার। কারণ, কলকাতা শহরে ট্রাম বন্ধ করে দেওয়া হবে বেশ কয়েক মাসে খবরটা সামনে আসতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে কলকাতার নাগরিক মহলে। শহরের ঐতিহ্যবাহী এই পরিবহণ মাধ্যম চালু রাখার দাবিতে সমাজের প্রায় সর্বস্তর থেকে উঠতে থাকে আওয়াজ। এবার ট্রাম লাইন বুজিয়ে ফেলা বন্ধ করতে নয়া নির্দেশ দিতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টকে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, অবিলম্বে ট্রাম লাইন বুজিয়ে ফেলা বন্ধ করতে হবে। এই সংক্রান্ত ছবি-সহ রিপোর্ট রাজ্যের তরফে জমা করতে হবে আদালতে। সঙ্গে এও জানানো হয়, আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, উপরতলার হাত না থাকলে এইভাবে লাইন বুজিয়ে ফেলা যায় না।

ট্রাম যে রাজ্যের ঐতিহ্য তা এদিন বারবার বলতে শোনা যায় বিচারপতিকে। শুনানিতে তাঁর স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, 'ট্রাম রাজ্যের ঐতিহ্য। তা তুলে দেওয়া খুব সহজ কাজ। কিন্তু, রাজ্যকে ট্রাম বাঁচাতে উদ্যোগ নিতে হবে। বহু দেশে ট্রাম চলে। কোথাও কোথাও রাস্তার একেবারে মাঝখান দিয়ে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন রাজ্যের ট্রাম বাঁচাতে।' এরই পাশাপাশি দেন বেশ কয়েকটি নির্দেশও। সেখানে বলা হয়, যে জায়গাগুলি থেকে ট্রাম লাইন তুলে ফেলার অভিযোগ উঠেছে সেখানে তদন্ত করতে হবে কলকাতা পুলিশকে।

এদিকে এদিনই আবার ট্রাম সংরক্ষণে কমিটির রিপোর্ট জমা পড়েছে হাইকোর্টে। তাতেই রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়েছে, সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মিত বৈঠক চলছে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে ট্রাম লাইন বুজিয়ে ফেলার নির্দেশ রাজ্যের পরিবহণ দফতরের তরফে দেওয়া হয়নি। কিন্তু, তারপরেও ওই কাজ হল কী করে সেটাই ভাবাচ্ছে আদালতকে।

অন্তঃস্বত্ত্বা ও স্তনদাত্রী মহিলা পুলিশদের উর্দিতে পরিবর্তন আনল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্তঃস্বত্ত্বা ও স্তনদাত্রী মহিলা পুলিশদের কাজের সুবিধার্থে উর্দিতে পরিবর্তন আনল রাজ্য সরকার। এবার থেকে এই পরিস্থিতিতে আঁটোসাটো উর্দির পরিবর্তে তাঁরা ঢিলেঢালা, আরামদায়ক সালোয়ার কামিজ পরতে পারবেন। ইনস্পেক্টর স্তর পর্যন্ত মহিলা পুলিশ এই সুবিধা পাবেন। ডিজি রাজীব কুমারের স্বাক্ষর সম্বলিত এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে রাজ্য পুলিশের তরফে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থার দ্বাদশ সপ্তাহ থেকে সন্তান জন্ম নেওয়ার ১ বছর পর্যন্ত এই ধরণের পোশাক পরতে পারবেন তাঁরা। কমিশনারেট এলাকার জন্য সাদা ও রাজ্য পুলিশের ক্ষেত্রে খাকি রঙের সালোয়ার কামিজ পরা যাবে। কামিজের দৈর্ঘ্য হাঁটু পর্যন্ত হতে হবে।

দু'পাশে পকেট থাকবে। আড়াই মিটারের জর্জেট দো,পাট্টা ব্যবহার করতে হবে। কামিজের কাঁধে ফ্ল্যাপ থাকবে। সালোয়ারের বদলে স্ট্রেট প্যান্টও পরা যেতে পারে। পায়ে কালো জুতো পরতে হবে। কমিশনারেট হলে সাদা, রাজ্য পুলিশ হল এ খাকি মোজা পরতে হবে। এই পোশাক পরা অনুমতি নিতে গেলে আবেদনপত্রের সঙ্গে এই সংক্রান্ত উপযুক্ত নথী দিতে হবে। সন্তানসম্ভবা পুলিশ কর্মীরা আঁটোসাটো উর্দি পরে ডিউটি করতে গিয়ে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। কোথাও কোথাও উর্দির বদলে সালোয়ার কামিজ পরার অনুমতি দেওয়া হত। কিন্তু এবার ভবানীভবন থেকে পুলিশের শীর্ষকর্তারা কেন্দ্রীয়ভাবে এই নির্দেশিকা জারি করলেন। তবে এই ধরণের পোশাক পরা বাধ্যতামূলক নয়। কেউ চাইলে পরতে পারেন। ভবানীভবনের এই নতুন সিদ্ধান্ত সারা রাজ্যে দ্রুত কার্যকরী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ আধিকারিকের নামে ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধাননগর গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিকের ছবি দিয়ে ফেসবুকে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক কলেজ পড়ুয়া।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিধাননগর গোয়েন্দা বিভাগের বিধাননগর সাউথ ডিভিশনের এসিপি সমবৃতি চক্রবর্তীর নাম করে ফেসবুকে ওই ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। ব্যবহার করা হয় তাঁর ছবি। সেখান থেকেই মেসেঞ্জারে একাধিক ব্যক্তির কাছে যায় মেসেজ। চাওয়া হয় টাকা। ৯ নভেম্বর এ বিষয়ে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। তারপরই তদন্তে নামে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। গ্রেফতার করা হয় হাওড়ার এক কলেজ ছাত্রকে। ধৃতের নাম সায়ন্তন দাস। গোটা ঘটনার নেপথ্যে তাঁর হাত রয়েছে বলে দাবি করছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয়েছে। তাঁকে নিজেদের হেফাজতেই রাখতে চাইছে পুলিশ। সে একা এই কাজ করেছে নাকি, কোনও চক্র এর পিছনে রয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

নতুন প্রজন্মকে মাঠমুখী হওয়ার বার্তা অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন প্রজন্মকে মাঠমুখী হওয়ার বার্তা দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার কাঁকিনাড়ার সুন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে সুন্দিয়া ইয়ং স্টারের উদ্যোগে আয়োজিত নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, গীতা পাঠের যেমন দরকার আছে, তেমনি খেলাধূলারও প্রয়োজন আছে। শরীর ও মন সুস্থ রাখতে খেলাধূলার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে নতুন প্রজন্ম যারা সর্বদা মোবাইলে বুঁদ থাকে, তাদেরকে মোবাইল ছেড়ে ময়দানে নামার পরামর্শ দিলেন ক্রীড়াপ্রেমী প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। স্বর্গীয়

অনিল চন্দ্র বিশ্বাস উইনার্স কাপ এবং তারাপদ ঘোরুই রানার্স কাপ নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্যোক্তা রাজ বিশ্বাস। এদিন ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, স্থানীয় কাউন্সিলর সত্যেন রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবী রাকেশ সিং ও রমেশ সাউ, শ্যামল তলাপত্র প্রমুখ।

প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের ওপর হামলায় ধৃত মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাটপাড়ায় বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের ওপর হামলার ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে এবার ধৃত তৃণমূল কর্মী মহম্মদ আমীর ওরফে সনু। সোমবার ভাটপাড়ার কলাবাগান লাইন থেকে সনুকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট কলাবাগান মোড়ের কাছে প্রিয়াঙ্গুর গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা-গুলির ঘটনার ঘটেছিল। আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার নেয় এনআইএ। যদিও ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা ছিল ঘটনার মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আমীর। এখনও অধরা আরেক অভিযুক্ত টিপুয়া। এই সনুর গ্রেপ্তারি নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'পার্থ ভৌমিক আর সোমনাথ শ্যাম মিলে প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলা করিয়েছিল। ভগবানের কৃপায় প্রিয়াঙ্গু বেঁচে আছে। ওই ঘটনায় জগদ্দলের বিধায়কও জেলে যাবে।' তাঁর দাবি, মনীশ শুক্লাকে যেভাবে হত্যা হয়েছিল। সেভাবেই প্রিয়াঙ্গুকে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। অপরদিকে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের অভিযোগ, পার্থ ভৌমিক আর সোমনাথ শ্যামের নির্দেশে তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। ধৃত সনু সোমনাথ শ্যাম ঘনিষ্ঠ। তাঁর দাবি, ঘটনাস্থলে ব্লু-প্রিন্ট তৈরির ইনচার্জের ভূমিকায় ছিল টিপুয়া এবং মহম্মদ আমীর ওরফে সনু। এঁদের দু'জনকে অনেক বাঁচানোর চলেছে। সনুকে এনআইএ ধরেছে। আরেক মূল অভিযুক্ত টিপুয়াও ধরা পড়বে। প্রিয়াঙ্গুর আরও দাবি, ঘটনার নেপথ্যে থাকা বড়মাথা সোমনাথ শ্যাম-সহ অনেক তৃণমূল নেতা এই ঘটনায় জেলে যাবে। যদিও জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের দাবি, মিটিং কিংবা মিছিলে অথবা কোনও অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধিদের পাশে দাঁড়িয়ে অনেকেই ছবি তোলেন। তবে যারা এনআইএ-র হাতে ধরা পড়েছে, তাঁদেরকে একটা সময় প্রিয়াঙ্গুর আশাপেশে দেখা যেত।

আদালতের নির্দেশে ক্লোজ করা হল নিউটাউন থানার ওসিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ক্লোজ করা হল নিউটাউন থানার ওসি-কে। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে রিপোর্ট দিয়ে এমনটাই জানানো হল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। প্রসঙ্গত, জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে নিউটাউন থানার ওসি-কে ক্লোজ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। অভিযুক্তের জামিন খারিজের জন্য আবেদনও করা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। রিপোর্ট দেখে সন্তুষ্ট আদালত।

এই প্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিধাননগরকে যে কমিশনারেট করা হল, তার পিছনে কোনও নির্দিষ্ট চিন্তা ভাবনা আছে। না হলে তো ওটা একটা জেলার অংশ। ওই এলাকার বাসিন্দাদের নিশ্চয় কিছু বিশেষত্ব আছে। সেখানে যদি পুলিশ সুশিক্ষিত না হয়, তাহলে তো রাজ্য পুলিশের অন্য অংশের বাহিনীর মতো এখানেও একইভাবে পুলিশ কাজ করবে।

বিচারপতি আরও উল্লেখ করেন, নিউ টাউন, রাজারহাট হল সেই গুরুত্বপূর্ণ থানা এলাকা, যেখানে বাইরে থেকে বিনিয়োগকারীরা যান। ফলে সেখানে যদি পুলিশ প্রশিক্ষিত না হয় তাহলে সেটা সমাজের জন্যেই খারাপ বার্তা দেবে বলে মনে করছে আদালত। এর পাশাপাশি বাগুইহাটি থানা নিয়েও এদিন প্রশ্ন ওঠে হাইকোর্টে। বিচারপতি এদিন এই প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, একটা থানার মধ্যে থেকে তিনটে গাড়ি চুড়ি হয়ে যায় কীভাবে তা নিয়েও। ফলে কমিশনারেটে কর্মরত পুলিশদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের কথা বলল হাইকোর্ট।

ডেলিভারি বয়কে 'খুনে' গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষবরণের রাতে সল্টলেক মহিষবাথান উদয়নপল্লি এলাকায় পিটিয়ে মারা হয়েছিল এক ডেলিভারি বয়কে। অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বন্ধুরাই এই কাজ করেছিলেন বলে। আর এই অভিযোগের সত্যতা ধরা পড়ে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে। এই ঘটনার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে গ্রেপ্তার হলেন মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল নামে মূল অভিযুক্ত। সুদূর তেলেঙ্গানা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা।

বর্ষবরণের রাতে বছর ২৬-এর সুব্রত মাজি নামে ওই যুবককে ফোনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সোনা নামে এক যুবক। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবে বলে সুব্রত বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু আর তিনি ফেরেননি। মোবাইল ফোনেও ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারেননি বাড়ির লোকজন। পরে পরিবার জানতে পারে মৃত্যুঞ্জয় নামে এক বন্ধু সুব্রতকে পাড়ার এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। ওই ডাক্তার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরপর পরিবারের লোকেরা বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান সুব্রতকে। পরে অবস্থার আরও অবনতি হলে তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সুব্রতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। তাঁকে পিটিয়ে মারা হয়েছে, সেই কথাই সামনে আসে। ঘটনার তদন্তে নেমে বিধাননগর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানা প্রথমে একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। এই ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন মূল অভিযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল।

গানে মঞ্চ মাতিয়ে বোঝালেন ত্রিমুখী প্রতিভার অধিকারী কৌস্তভ বাগচী

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

'ভেবে দেখেছো কী...'
সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের চেটে পুটে মেলা থেকে উত্তর কলকাতার যতদূর শোনা যায়, যেন গমগম করছে। মনে মনে গুনগুন করতে ইচ্ছে করছে সবারই। কিন্তু গায়কটা কে! কৌতূহল জাগছে সবার মধ্যে। মহীনের ঘোড়াগুলির গানটা কে গাইছে! মাথায় সাদা টুপি। সাদা পঞ্জাবী। একেবারে অচেনা গায়ক, কিন্তু চেনা চেনা মুখ। আরও স্পষ্ট করে দেখলে চেনা লাগতেই পারে। পাশে তাল মেলাচ্ছেন সজল ঘোষ। ওহ, এ তো কৌস্তভ বাগচী। চমকে যেতেই হয়। তিনি তো তরুণ রাজনীতিবিদ, দুঁদে আইনজীবীও। এই দু'ভাবেই মানুষ তাঁকে চেনে। এবার গায়ক কৌস্তভ বাগচীকে দেখে যে চমকে উঠতেই হয়। একসময় কুণাল ঘোষ, যিনি এখন তৃণমূলের মুখপাত্র, তিনি সাংসদ থাকাকালীন তাঁকে সাংবাদিক ও সাংসদ বললে পরিচিতিতে বুক ফুলিয়ে দিতেন। হাসিতে গাল লাল করে ফেলতেন! কৌস্তভ বাগচী অবশ্য ঢাক বাজাতে রাজি নন। যদিও তিনি হয়ে উঠেছেন ত্রিমুখী প্রতিভার অধিকারী। আইনজীবী, রাজনীতিবিদ

আবার গায়কও। বিজেপি যে ধর্নামঞ্চ করেছিল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে, সেখানে সামনে এসেছিল তাঁর সুপ্ত প্রতিভা। এবার সজল ঘোষের উদ্যোগে চেটে পুটে মেলার মঞ্চে সামনে এল তাঁর গান। এ যেন মঞ্চে উঠলেন, গান গাইলেন আর মন জয় করে ফেললেন। তাঁর গানের তালে চেটে পুটে খেতে খেতে তাল ঠুকলেন ভোজনরসিকরাও।

তৃণমূল-বিরোধিতায় রাজ্য রাজনীতিতে অন্যতম মুখ হিসেবে উঠে এসেছেন তিনি। ছাত্র পরিষদ করার সময় থেকেই সজল ঘোষের সঙ্গে পরিচয়। সেই সম্পর্ক এখনও অটুট। যখন অন্য মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তখনও সজল ঘোষের ডাক উপেক্ষা করতে পারেননি। এখনও পারেননা। আইনজীবী হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুনির খুন থেকে, সেই পুরসভার বোর্ড গঠন নিয়ে টানাপোড়েন, এমনকি বগটুইয়ে গ্রামবাসীদের পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা, বার বার আইনজীবী হিসেবে কোর্টে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেছে কৌস্তভকে। এরকম একাধিক মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশও আদায় করে এনেছেন তিনি। কট্টর তৃণমূলবিরোধী বলে পরিচিত, যে কোনও ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। তেমনই বিভিন্ন মামলায় কোর্টের ভিতরেও একইরকম আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় কৌস্তভকে। সেই কৌস্তভই এবার গায়ক। তৃণমূলের কুণাল ঘোষ গান রেকর্ড করে ফেলেছেন, তবে কি তিনিও সেই পথেই হাঁটবেন! কারণ, রাজনীতিবিদদের অভিনয় বা গানের জগতে আসা বা গান - অভিনয় থেকে রাজনীতিতে চলে যাওয়া গা সওয়া ব্যাপার হয়ে গেছে।

সাগরের বিচিত্র রূপ..

মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েও কর্তব্যে অবিচল অ্যাম্বুল্যান্স চালক

সিদ্ধার্থ সিংহ

কিছুতেই নাম বলতে চাইলেন না তিনি। অথচ এই মেলায় তিনিই আমার কাছে শিরোনাম হয়ে থাকলেন। তিনি এসেছেন কাকদ্বীপ থেকে। গত ৮ জানুয়ারি। থাকার কথা ১০ দিন। যেহেতু ইন্ডিয়ান রেড ক্রস স্যোসাইটি, সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স, নৈহাটি বড়কালী পূজা সমিতি, মহানাম সেবক সংঘ, ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী এডুকেশনাল কালচারাল স্যোসাইটি, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রয়েল লাইফ সেটিং স্যোসাইটি, জয় হিন্দ বাহিনীর মতো ৯টি সংগঠন এই গঙ্গাসাগর মেলায় অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দিচ্ছে। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের তড়িঘড়ি অস্থায়ী হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। সংকটজনক অবস্থা বললে ওখানকার ডাক্তারেরা হেলিকপ্টার করে আকাশপথে পৌঁছে দিচ্ছে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল কিংবা এসএসকেএম হাসপাতালে।

তাই প্রথম দু'দিন তেমন চাপ না থাকলেও ১২ জানুয়ারি থেকে সমস্ত অ্যাম্বুল্যান্স চালককেই কান খাড়া রেখে সতর্ক থাকতে হয়েছে মাইকে কখন ঘোষণা হয় কত নম্বর রাস্তায় ঠিক কোন জায়গাটায় কে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

এক নম্বর রাস্তায় দু'টি, দু'নম্বরে তিনটি এবং তিন নম্বর রাস্তায় চারটি, এইভাবে ৯টি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তবে চার, পাঁচ বা ছ'নম্বর রাস্তায় কেউ অসুস্থ হলে এদের মধ্যে থেকেই কাউকে অনুরোধ করা হয় রোগীকে নিয়ে যেতে, ঘোষকই তার নাম মাইকে ঘোষণা করে দেয়। সে বাংলাতেই হোক কিংবা হিন্দিতে। ফলে তেমন চাপ না থাকলেও এই যে সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতে হচ্ছে, মাইকে কিছু বললেই কান খাড়া করে শুনতে হচ্ছে কী বলছে, সেটাও কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সে করে রোগী পৌঁছে দেওয়ার থেকেও কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ফলে কোনও কাজ না থাকলেও মোবাইল ঘাটা যায় না, কারও সঙ্গেই দীর্ঘক্ষণ ফোনে কথা বলা যায় না, আড্ডায় মশগুল হওয়াও যায় না। তিনি তাই সেই প্রথম দিনের মতোই সতর্ক ছিলেন। মাইকে গমগম করে উঠলেই তিনি কান পেতে শুনছিলেন কী বলছে! কোনও রোগীকে

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করছে কি না। মাইকে বলা হচ্ছে, 'আপনি আপনার অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে ৩ নম্বর বিচের লারিকা হোটেলের সামনে চলে যান। সেখানে একজন বয়স্ক তীর্থযাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে সাগরের অস্থায়ী হাসপাতালে পৌঁছে দিন।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি অ্যাম্বুল্যান্সে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মাথায় তখন একটাই চিন্তা, ভিড়ের মাঝখান থেকে কাউকে না ছুঁয়ে যেখানে রোগী পড়ে আছেন সেখানে কীভাবে তড়িঘড়ি পৌঁছবেন! যখন গাড়ির চাকা চলতে শুরু করল তখনই তাঁর ফোন বেজে উঠেছিল। গাড়ি চালানোর সময়, বিশেষ করে অ্যাম্বুল্যান্স চালানোর সময় কখনও ফোন ধরতে নেই। তাই তিনি ধরেননি। যখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ওই বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলছেন তখনও ফোন বাজছিল। রোগীকে যখন বেডে শুইয়ে অস্থায়ী হাসপাতাল থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন, তখন গাড়ির ড্যাসবোর্ডে রাখা ফোন খুলে দেখেন মায়ের অনেকগুলো মিসড কল।

এই সময় তো মায়ের ফোন করার কথা নয়! কেন করল? নিশ্চয়ই খুব দরকার। না হলে এইটুকু সময়ের মধ্যে ১৭ বার মিস কল করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিং ব্যাক করেছিলেন বাড়িতে। ফোনটা যিনি ধরেছিলেন তিনি তাঁদের বাড়িওয়ালা। আর তিনি তখনই শুনেছিলেন, মা নয়, তাঁর মায়ের ফোন থেকে তিনিই ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন, 'তুমি এক্ষুনি চলে এসো।' বিপরীত থেকে চালক বললেন, 'আমি তো এখন গঙ্গাসাগরে। অ্যাম্বুল্যান্স চালাচ্ছি। কী করে যাব!'

তিনি ফের বলেছিলেন, 'কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো।' মা কোথায়? বারবার জেরা করায় বাড়িওয়ালা বলেছিলেন, 'তোমার মায়ের ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক করেছে। কাকদ্বীপ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। নাহ্, অ্যাম্বুল্যান্স তো দুরস্থ, একটা টোটোও পাইনি। ভ্যান রিক্সায় করে নিয়ে যাচ্ছি।' ঘণ্টাখানেক পর শুনেছিলেন 'মা আর নেই।' আমি জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, 'আমি ওই সময় রওনা হলেও কিছুতেই ওখানে পৌঁছতে পারতাম না। ঘাটে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়িয়ে থাকতে হত। তখন ভাঁটা চলছিল।' নাম জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, 'আমি এমন কোনও আহামরি কাজ করিনি। আমার জায়গায় যে থাকত, সে-ই এটা করত। তবু আমার একটাই সান্ত্বনা, নিজের মাকে বাঁচাতে না পারলেও, আমি তো আর একজন অসুস্থ মাকে বাঁচাতে পেরেছি। সেটাই বা কম কি!'

সম্পাদকীয়

আইআরডিপি-র কাজকর্মগুলি কি আবার চালু করে মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলা যায় না?

দারিদ্রসীমার নীচে চিহ্নিত পরিবারগুলির আর্থসামাজিক উন্নয়নে জেলাস্তরে কাজ করতে গেলে দেখতে পাওয়া যেত যে অর্থের জোগান আসত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থেকে। বলা হত আর্থ-সামাজিক ভাবে অনগ্রসর পরিবারগুলিকে প্রধানত অর্থকরী কাজকর্মের প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপন্ন সামগ্রীকে বাজারে পাঠাতে হবে। কাঁচামালের আমদানি এবং পণ্যকে বাজার-উপযুক্ত করতে সরকারি উদ্যোগ ছিল। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবার শনাক্তকরণের জন্য তাদের বর্তমান অবস্থার তল্লাশি হত। পরে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পরিবারগুলির খরচ করার সূচকের হিসাব ধরে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির চিহ্নিতকরণ চালু হল। প্রকল্পটির নাম ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আইআরডিপি)। আশি ও নব্বইয়ের দশকে প্রকল্পটি গতিশীল ছিল। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পটি জায়গা পেল না। রাজ্যের লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্মার্ট ফোন প্রদান, বিবাহের খরচ দেওয়া ইত্যাদি প্রকল্পগুলি নিয়ে অনেকের বিরূপ মন্তব্য মানতে পারা যায় না। এই প্রকল্পগুলি তো ফলপ্রসূ হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যও একই পথ অনুসরণ করেছে। তবে এ কথা মানতেই হবে অনুদানের তুলনায় স্বোপার্জন অবশ্যই মানসিক পরিতৃপ্তি আনে। আইআরডিপি-র বাৎসরিক সবলা মেলা আজও রাজ্য সরকারের চেষ্টায় চলছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিল্পীরা তাঁদের সামগ্রী বেচাকেনা করে লাভের মুখ দেখেন। একটাই প্রশ্ন। এখন তো পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা অনেক পরিণত। আইআরডিপি-র কাজকর্মগুলি কি আবার চালু করে মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার রাস্তা দেখানোটা কি খুবই দুঃসাধ্য।

শব্দবাণ-১৬২

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.খাওয়া, আহার ৩. স্নিগ্ধ, সুন্দর ৫. বন্দুক ৭. নূতন, অভিনব ৮. ভোর, প্রত্যুষ ১০. পরোপকারপরায়ণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. একের কাছাকাছি ২. নানাদিক, সবদিক ৩. ধ্যান ৪. একধরনের ফুল ৬. —নাই কামাইও নাই ৯. মণি, বহুমূল্য রত্ন।

সমাধান: শব্দবাণ-১৬১

পাশাপাশি: ১. অবতার ৩. মঞ্জীর ৪. কতল ৬. তবকি ৯. খবর ১০. সরকার।

উপর-নীচ: ১. অরণ্য ২. রজত ৩. মনোগত ৫. লঙ্কেশ্বর ৭. বয়স ৮. আখর।

জন্মদিন

আজকের দিন

মায়াবতী

১৯৫১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রীতিশ নন্দীর জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মায়াবতীর জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ভানুপ্রিয়ার জন্মদিন।*

সাগর সঙ্গমে মোক্ষলাভ

তন্ময় সিংহ

'শ্রীহরি বলেন যত বৈষ্ণব জগতে।
তাহারা আসিয়া স্নান করিবে তোমাতে।।
বৈষ্ণবের সঙ্গতি বাসনা করি আমি।
বৈষ্ণবের সঙ্গতে পবিত্র হবে তুমি।।'

স্বয়ং শ্রী হরির মুখ থেকে বৈষ্ণবদের মুক্তি লাভের জন্য যে স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছিল, তা ভারতবর্ষের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগর। গঙ্গা এখানে সাগরের সাথে মিশবে এই সঙ্গম স্থানে স্নান করলেই স্বয়ং কৃষ্ণ পুত্র কপিল মুনির আশীর্বাদে স্বর্গের পথ সুগম হবে এই ধারণাতে মকর সংক্রান্তির দিনে হিন্দুদের মোক্ষ লাভের তীর্থক্ষেত্র হিসেবে দুর্গম এই জায়গা লক্ষ লক্ষ পুন্যার্থীর আগমনে মুখরিত হয়ে আসছে। প্রত্যেক বছর এই দুর্গম স্থানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় করতেন শুধুমাত্র মকর সংক্রান্তির দিনে পুণ্য স্নান করার পর কপিল মুনির আশ্রমে সগর রাজা, মা গঙ্গা ও কপিলমুনির পূজা দিয়ে সমস্ত পাপ ক্ষয় করবেন এবং পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিলাভ করে স্বর্গের পথে পা বাড়াবেন।

সাগর সঙ্গমের এই তীর্থ সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা যুক্ত হলেও, সৃষ্টির ইতিহাসের মতো আজও পৌঁছানো যথেষ্টই কষ্টসাধ্য। যে তীর্থে মকর সংক্রান্তিতে স্নান করলে সমস্ত পাপের মোচন হয়ে স্বর্গ লাভ হয়, তার সৃষ্টি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণুর অলীক মায়ায়। মহাভারতের সময়ে উল্লেখ আছে সগর রাজা দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করার পরে তার অশ্বমেধের ঘোড়া সারা পৃথিবী ছুটলো, রাজার ব্রত পূরনে স্বর্গ রাজ্য হারানোর ভয় পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র মায়াজালে সেই ঘোড়া এনে বাঁধলেন কপিল মুনির আশ্রমে। সেই ঘোড়া বাধাপ্রাপ্ত হলে কপিলমুনির আশ্রমে হাজির হয়ে কারন জানতে চেয়ে কপিল মুনির ধ্যানে বাধা দিলেন সগর রাজার পুত্রেরা । পরিনামে রোষানলে ভস্ম হতে হলো সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রকে। সেই তখনই শুরু হয়েছিল সাগর সঙ্গমে বিসর্জনের রীতি, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর সগর রাজাও হদিস করতে পারেননি তার পুত্রদের। সেই ধারা বজায় থাকবে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতেও নবকুমারের ঘটবে সাগর সঙ্গমে বিসর্জন। আর এই ধারাকেই মুখ্য ধরে আমরা যুগে যুগে দেখব বয়স্ক মা-বাবা, অতি অসুস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে মোক্ষ লাভের আশায় আসলে বিসর্জনের ধারাকে বজায় রাখতে এই দুর্গম তীর্থে পাড়ি দেওয়ার দেহাতি রীতি।

পরবর্তীকালে সগর রাজার নাতি অংশুমান জানতে পারেন কপিলমুনির আশ্রমে বাঁধা আছে যজ্ঞের ঘোড়া। তিনি কপিলমুনি কে তুষ্ট করে ঘোড়া নিয়ে ফিরে যেতে তো পারলেন কিন্তু পূর্বপুরুষদের নিয়ে ফিরতে পারলেন না। তিনি জেনে গেলেন দেবী গঙ্গা অর্থাৎ স্বর্গের অলকানন্দা কে তপস্যা করে মর্তে নামালে এই সাগর সঙ্গমে নিয়ে আসতে পারলেই মুক্তি ঘটবে তার পূর্বপুরুষদের। অংশুমানের নাতি ভগীরথ তপস্যা করে সন্তুষ্ট করলেন ব্রহ্মাকে। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন স্বর্গের অলকানন্দা কে মর্তে গঙ্গা নামে, এবং এই সাগর

সঙ্গমে পাতালে প্রবেশ করলো গঙ্গা, তার আগে কপিল মুনির আশ্রমে গঙ্গার বারিধারায় মোক্ষ পেলো সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান। ভগীরথের গঙ্গাকে মর্তে আনার পৌরাণিক ইতিহাস যাই হোক না কেন, সারা ভারতের সভ্যতার বিকাশ এই গঙ্গা নদীর আড়াই হাজার কিলোমিটার লম্বা অববাহিকা তেই হয়েছিল। স্বয়ং বিষ্ণুর ইচ্ছায় চলে আসা এই গঙ্গা আসলে সারা ভারতেরই প্রাণ প্রবাহ এবং গঙ্গাসাগর তাই এখানকার নদ নদী গুলির মায়াজালের মতো সারা ভারতের মিলনক্ষেত্র।

রামায়ণে বলা আছে কপিলমুনির আসল আশ্রম কোথায় ছিল সে সম্পর্কে স্বয়ং ভগীরথ ও গঙ্গার কোন ধারণা না থাকায় এখানে গঙ্গা হয়েছিলেন শতমুখী আসলে যা ওই এলাকার সুন্দরবনের বদ্বীপ অববাহিকা। সেই ধারণা পরবর্তীকালেও আমাদের ইতিহাসে বারবার ফিরে এসেছে, পুরাকালে যুধিষ্ঠির এসেছে সাগরস্নানে, মধ্যযুগে মেগাস্থিনিস এসেছে, আবার আধুনিক ভারতে পর্তুগিজেরাও বারবার লুটপাট চালিয়েছে এই গঙ্গাসাগরে। সাগরের গ্রাসে বারবার ভস্মীভূত হয়েছে কপিল মুনির আশ্রম। শেষ পর্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিং এই এলাকাতে জঙ্গল কেটে বাসস্থান শুরু করেন এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা সাগর সঙ্গমে কপিল মুনির আশ্রমে মকর সংক্রান্তির মেলা শুরু হয়। ইংরেজরা এই মেলা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় এবং বাঘের হাত থেকে মানুষ যাতে রক্ষা পায় তার জন্য পুলিশ প্রহরার সাথে সাথে কামান দাগা হতো বলে তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে জানা যায়। আবার জলপথেই যখন সকলকে এই মেলাতে যেতে হতো সেই সময়ই পাঁচ লক্ষ লোকের সমাগম হতো বলে ১৮৩৭ এর সংবাদপত্রে জানা যায়, সারা ভারত ছাড়াও ব্রহ্মদেশ থেকেও মানুষজন ও আসতো গঙ্গাসাগরে পুণ্য অর্জনের জন্য। ১৪০০ বছরের পুরনো মন্দিরের ইতিহাসের ভগ্নাংবশেষ সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে গেছে। ১৪৩৭ এ গুরু রামানন্দ এই দেবতার বিগ্রহ সহ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গঙ্গাসাগরে। বাঁশের বেতের অস্থায়ী মন্দির কে, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় নতুন করে গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা নেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা হয়।

পূর্বের সেই প্রান্তিক এবং কষ্টসাধ্য তীর্থ গঙ্গাসাগর আর নেই। এখন সরাসরি বাস পৌঁছে যাচ্ছে জেটিঘাট গুলিতে। ছোট ছোট মারুতি, টোটো প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত আছে ঘাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আগে যেখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল মেলা কয়েকদিনের জেনারেটর, এখন বছরের ৩৬৫ দিন বিদ্যুতের ব্যবস্থা। অপটিক ফাইবারের মাধ্যমে মোবাইল ব্যবস্থার শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। স্থায়ী বন্দোবস্ত সহ উন্নত স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রচুর চিকিৎসা কর্মী ও সুরক্ষা কর্মীর আয়োজন হয়ে গেছে গঙ্গাসাগরে। ড্রোন ক্যামেরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সহ হারিয়ে যাওয়া মানুষের শনাক্তকরণ অ্যাপ এবং লোগো সহ প্রচুর পুলিশি নিরাপত্তা ও পরিবহনের আয়োজন, সিসিটিভি প্রচুর পরিমাণে বায়ো টয়লেট ও তাঁবু সহ মানুষের সহায়তায় বিবিধ আয়োজন করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক বারের মতো এবারের গঙ্গাসাগরেও। কুম্ভ মেলা যেখানে সরকারি সাহায্যে প্রত্যেকবার হয় সেখানে কেন্দ্রের কোন সাহায্য পাইনি হিন্দুদের কুম্ভ মেলার পরবর্তী এই দ্বিতীয় বৃহত্তম গঙ্গাসাগর মেলা। তবুও উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদের মধ্যে থেকেও লক্ষ লক্ষ দেহাতি মুক্তির জন্য উপস্থিত হয় জলে জঙ্গলে ভরা কপিল মুনির আশ্রমে। যিনি দেবতাদের কথিত সমস্ত পীঠভূমি ছেড়ে আশ্রয় স্থাপন করেছিলেন লোক চক্ষু অন্তরালে , কিন্তু যুগ যুগ ধরে আমাদের ভারতবর্ষ এরকমই যা আত্মস্থ করে নেয় সকল বিভেদকেই, সাদরে সকলকে কাছে টানে ধরে রাখে।

গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির দিনে স্নান করে পুন্য অর্জনের পাশাপাশি পাপ স্খলন করে স্বর্গের পথে এগিয়ে যাওয়া আজও উত্তর ভারতের মানুষের কাছে সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই সাগর স্নানে আসার সবচেয়ে বড় কারণ। মেদিনীপুরের যদুরামের জমিদারির শাসনে থাকাকালীন তিনি অযোধ্যার শ্রী রামানন্দী আখড়াকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই মন্দিরের। সেই থেকে এই মন্দিরের দায়িত্ব ওই আখড়ার সাধু সামন্তদের, পশ্চিমবঙ্গের তীর্থে প্রণামীর টাকাতে সমস্ত দখল অযোধ্যার। ভগীরথের সাথে ভগবান রামের সম্পর্ক দেখিয়ে জমিদারের থেকে এই তীর্থের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলো ওই আখড়া। উত্তর ভারতে আখড়া গুলি সম্পত্তি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ তাদের সাধুর কাজের পাশাপাশি করে চলেছে সব তিনি। তবুও এই সাগর সঙ্গমে আজও বৈষ্ণবদের মত উপস্থিতি বেশি উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের থেকে। শ্রী রামচন্দ্রের পাশাপাশি গৌর নিতাই , লক্ষ্মী কালী সবই আছে এই মেলাতে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার থেকে মানুষের ধর্ম বেশি দেখা যায় কপিলমুনি আশ্রমে।

গঙ্গাসাগরে এই শীতের সকালে মকর সংক্রান্তির দিনে পূন্য অর্জন করতে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশ্বাস, আজকের দিনেই সগর রাজের পুত্ররা মুক্তি পেয়েছিল, তাই এই দিনটিতে ডুব দিলে সমস্ত পাপক্ষয়ের পাশাপাশি পুনর্জন্মের সম্ভাবনাও নাই। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন সেই থেকেই শুরু, লর্ড ওয়েলেসলি যে প্রথা পরবর্তীতে বন্ধ করবেন। তবু বিশ্বাস মানুষের জন্মগত ,গরু বা বাছুরের লেজ ধরে, পুরোহিতের আশ্বাসে সামান্য প্রণামী দিয়ে ক্ষুদ্রভবনদীক্ষ্ণ পেরিয়ে যাওয়ার এই বিশ্বাস উত্তর ভারতের দেহাতি মানুষদের মধ্যে এই গঙ্গাসাগরে আসার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। মকর সংক্রান্তির দিন সকালে প্রবল ঠান্ডার মধ্যে প্রত্যেক বছর লাখো দর্শনার্থীর ক্ষুদ্রগঙ্গা মাইয়া কি জয়ক্ষুদ্র ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তিনবার ডুব দেওয়া বা কোন আখড়ার প্রধানের পুন্য স্নানের পরে বাকি সাধুদের ডুব দেওয়া, আবার সন্ধ্যার সময় তেলের প্রদীপ ভাসিয়ে দেওয়া গঙ্গাসাগরের বুকে। এইভাবে বিশ্বাসের উপর আজও উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে কপিল মুনির আশ্রম সাগরদ্বীপ তার ভক্তদের মোক্ষলাভের মহিমান্বিত ধ্বনি নিয়ে ।

'সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার'!

সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার

সুবল সরদার

ফাল্গুনী হাওয়ায় মিলনের সময় যেমন উপস্থিত হয় তেমনি স্রোতস্বিনী ছুটে চললো সাগরের দিকে মিলিত হতে। পাহাড় -পর্বত-মালভূমি ছেড়ে সমতলে এসে সে মিলিত হয় বঙ্গোপসাগরে। সাগরের সঙ্গে নদীর মিলনে হয় সাগর সঙ্গম। ওই সঙ্গমের মাঝে এক টুকরো শিলা খন্ডের মতো জেগে থাকে এক টুকরো ভূমি। চারদিকে বিস্তৃর্ণ নীল জলরাশির মাঝে পাণ্ডব বর্জিত দেশে -ওই সাগর দ্বীপে বিরাজ করছে কপিল মুনির আশ্রম । রামায়ণ খ্যাত সেই কপিল মুনির আশ্রম। রঘু বংশের রাজা সাগরের বীর সন্তান ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। কথিত আছে ওই আশ্রমের কাছে এসে ভগীরথ শাঁখ বাজানো থামিয়ে তাঁর যাত্রা পথ শেষ করেন। বাইবেলে বর্ণিত প্রমিথুয়াস যেমন স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিলেন মর্ত্যবাসীদের জন্যে তেমনি ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গা এনে ছিলেন মর্ত্যবাসীদের মুক্তির জন্যে। গঙ্গা দেবীর বাহন মকর। কুমিরের দেহ আর মাছের লেজ মিলে মকর (সংকর) বলা হয়। সাগর রাজার ষাট হাজার পুত্র পবিত্র গঙ্গার সংস্পর্শে পুর্নঃজন্ম ফিরে পায় যারা মুনির অভিশাপে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কে এই কপিল মুনি? একজন বৈদিক ঋষি। তিনি সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন কপিল মুনি একজন শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। তাঁর মতে এমন কোন দর্শন নেই যা কপিল মুনির সাংখ্য দর্শনের র কাছে ঋণী নয়। পুরাণের যুগ থেকে হাজার হাজার বছর ধরে মকর সংক্রান্তির পূণ্য তিথিতে ভোরের মাহেন্দ্রক্ষণে ভক্তরা ওই সাগরে সূর্যদেবকে প্রণাম করে অবগাহন করে। চৈতন্য ভাগবৎ থেকে জানা যায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মকর তিথির পূণ্য লগ্নে ওই স্নান যাত্রায় অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। স্নান করে কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিয়ে পূণ্যার্থীরা তাদের স্নান যাত্রা সম্পন্ন করে। মনের জ্বালা দূর হয়। অপার্থিব আনন্দে মন ভরে যায়। সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার কেন? এর বিশেষ কারণ আছে। একসময়ে ওই দূর্গম, শ্বাপদভরা জঙ্গলের মধ্যে এসে স্নান যাত্রা করা জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠত। সেখানে পৌছানো কঠিন ব্যাপার ছিল কিন্তু পূণ্যার্থীরা মনে করে তাদের মোক্ষলাভ হয় যদি জীবনে একবার সেখানে স্নান করা যায়। তাই তারা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে জীবনের ঝুঁকি নিত। এখন অবশ্য সেই দূর্গম,জটিল, ঘুর্নি জল পথ নেই। অনেক উন্নত রাস্তা ঘাট হয়েছে। ব্রিজ, ঝাঁ চকচকে বড় বড় রাস্তা। বিজলী বাতি। সুন্দর সুন্দর অতিথি নিবাস, সরকারি বাংলো। কপিল মুনির আশ্রম থেকে নদী পর্যন্ত সিমেন্টিং। বর্তমান রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বত্র পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো।

অনেক আগে থেকে দেশ বিদেশে থেকে পূণ্যার্থীরা ওই পূণ্যভূমিতে ভিড় জমায়। অবশ্য গঙ্গা সাগরের মেলা শুরু হয় বাবু ঘাট থেকে। এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পূণ্যার্থী সহ সাধুরা ভিড় জমায়। তাই বাবু ঘাটকে গঙ্গা সাগরের বেস ক্যাম্প বলা যায়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে রাজ্য সরকার থাকা এবং খাওয়ার সব রকমের ব্যবস্থা করে থাকে। মেডিকেল থেকে টয়লেট সকল ব্যবস্থা থাকে, পানীয় জলের প্যাকেট থেকে গরম গরম চায়ের ব্যবস্থা আছে। মানুষের মিলন মেলা হয়ে মালার মতো বিশ্বকে এক সূত্রে গাঁথে এই গঙ্গা সাগরের মেলা। মানুষের মিলন মেলার মতো সাধুদেরও মিলন মেলা হয়ে ওঠে । তাদের প্রাচীন যুগের ঋষি সুলভ জীবন মেলার বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। তাদের আখড়া, তাদের ধ্যানমগ্ন জীবন জীবনের সংঙ্গা পাল্টে দেয়। আধুনিকতা নয় প্রাচীনতা, সুন্দর,শান্ত জীবনের বার্তা বহন করে। জন বর্জিত,নীল জলরাশি বেষ্টিত,ঘন অরণ্যে ঢাকা মনে হয় সভ্যতা থেকে অনেক দূরে সভ্যতার উষা লগ্নে তার অবস্থান। সুন্দরবন ব-দ্বীপ অঞ্চলের অন্যতম ওই দ্বীপ। এখানে তার ভাষা হারিয়ে যায় প্রকৃতির মুগ্ধতায়, নির্জনতায়। অন্তত আকাশের নীচে জলরাশি ছুটে চলে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের লহরী তুলে সুরে সুর মিলিয়ে।

গঙ্গা সাগর মেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের বঙ্গ এখন উত্তেজনা তুঙ্গে। সাগর মেলাকে কেন্দ্র করে কয়েক দিনের জন্যে ওই দ্বীপ পরিবর্তন হয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে । মনে হয় ঠিক যেন সিটি অফ ভ্যাটিকান। এখানে কোর্ট কাছারি, থানা, হসপিটাল ওই মেলাকে কেন্দ্র গড়ে ওঠে। নিখোঁজ মানুষজনের খোঁজ দিতে সাথে থাকে হ্যাম রেডিও স্টেশন। বলা যায় ওই কয়েক দিনের জন্যে যা ভারতে আছে তা আছে গঙ্গা সাগরের মেলায়। সমুদ্রের তীর ভূমিতে সাধুদের আখড়ার সাথে সাথে গড়ে ওঠে হোগলা পাতার সাথে ছইয়ের ঘর। কি মজার! শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আরামদায়ক বিছানা। প্রকৃতির কোলে ঘুমানোর অভিজ্ঞতা কে আর হাত ছাড় করে? অরণ্যে পাতার মর্মর ধ্বনি, পাখির গান, নদীর কলতান ! তাই পূণ্যার্থীদের সাথে প্রকৃতি প্রেমিক 'নবকুমার'দের ভিড় দেখা যায় সেখানে । ওই কয়েকদিনের জন্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও বেশ তুঙ্গে থাকে। ওই মেলাকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতীয় মেলা হিসাবে স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছেন কেন্দ্রের কাছে । অবশ্য ওই মেলা জাতীয় মেলার দাবি রাখে ।

ভারতীয় শিল্প কলার অনুশাসন অনুসারে তৈরি হয় গঙ্গা দেবীর মূর্তি-ইন্দ্রিয়াপরায়ণা, সুন্দরী নারী। তাঁর হাতে উচ্ছল জল পাত্র যা অফুরন্ত জীবনী শক্তি এবং উর্বরতার শক্তি যা মহাবিশ্বের গতিকে সজল এবং পুষ্ট করে রাখে। মা গঙ্গা দেবী এবং কপিল মুনির আশ্রমকে কেন্দ্র করে মন্দিরের সোপান তলে অনন্ত জলরাশিতে অবগাহনে করে ভক্তবৃন্দ সিক্ত , পবিত্র হয়ে ওঠে।

বাস ও ডাম্পারে ভয়াবহ ডাকাতি দুই মাস্টারমাইন্ড তেলেঙ্গানায় ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গত ৩০ নভেম্বর বরযাত্রী বোঝাই একটি বাস ও একটি ডাম্পারকে জঙ্গলের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে সর্বস্ব লুঠের ঘটনায় এবার পুলিশের জালে ধরা পড়ল ওই ঘটনায় যুক্ত চক্রের দুই মাস্টারমাইন্ড। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার ঢেঙাশোলের জঙ্গলে ঘটা সেই ঘটনার তদন্তে নেমে তেলেঙ্গানায় আত্মগোপন করে থাকা আইসুর মল্লিক ওরফে অ্যাডাম এবং জহুর মণ্ডল ওরফে জলিলকে গ্রেপ্তার করেছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। তেলেঙ্গানা থেকে ওই দুই মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেপ্তার করে ট্রানজিট রিমান্ডে সোমবার বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসে পুলিশ। মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে ধৃতদের পেশ করে পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানাচ্ছে পুলিশ।

গত ৩০ নভেম্বর রাতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার ঢেঙাশোলের জঙ্গলের রাস্তায় গাছ ফেলে প্রথমে একটি ডাম্পারে ও পরে একটি বরযাত্রী বোঝাই বাসে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লুঠপাট চালায় পাঁচজনের একটি দুষ্কৃতীদল। দুষ্কৃতীদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে পড়ে ওই বরযাত্রীরা তাঁদের যাবতীয় অলঙ্কার ও নগদ টাকা তুলে দেন দুষ্কৃতীদের হাতে। লুঠপাটের পরই ওই জঙ্গলে গা ঢাকা দেয় দুষ্কৃতীরা। পরে ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় গিয়েও ওই দুষ্কৃতীদের খোঁজ পায়নি পুলিশ। এরপরই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়। দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ও স্থানীয় সূত্র কাজে লাগিয়ে ওই ঘটনায় যুক্ত থাকার সন্দেহে বাঁকুড়া ও পার্শ্ববর্তী পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানা এলাকা থেকে সাদেক আলি খান ওরফে পিচি, মজিবুর খান ও সামসুদ্দিন মণ্ডল নামের তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু এতদিন ওই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত মূল মাস্টারমাইন্ড গড়বেতা থানার ছোট আঙারিয়া গ্রামের বাসিন্দা আইসুর মণ্ডল ওরফে এডাম এবং জহুর মণ্ডল ওরফে জলিল পুলিশের নাগালের বাইরে গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে ছিল। সম্প্রতি তদন্তকারীরা প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে এবং নির্দিষ্ট সূত্র কাজে লাগিয়ে জানতে পারে ওই দুই মাস্টারমাইন্ড তেলেঙ্গানায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। এরপরই তদন্তকারীদের একটি দল তেলেঙ্গানার রঙ্গারেড্ডি জেলার কোকাপেটে এলাকায় হানা দিয়ে ওই দুই মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেপ্তার করে। পরে সেখান থেকে ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে সোমবার রাতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে ফেরেন তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের আশা নিজেদের হেপাজতে নিয়ে ধৃত এই দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে খোয়া যাওয়া সামগ্রী যেমন উদ্ধার করা সম্ভব হবে তেমনই এই চক্রে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও তথ্য মিলবে।

ভাঙনের ফলে সংকীর্ণ ঘাট। ছবি: অরুণ লোধ

শিশুদের হাতে ঘুড়ি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: মঙ্গলবার পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে আর এই বিশেষ দিনে শৈশব ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা খণ্ডঘোষের শঙ্করপুরের বাসিন্দা অলোক কুমার মাঝি। সাতসকালেই প্রায় আড়াইশো ঘুড়ি নিয়ে হাজির হন খেলার মাঠে। বিভিন্ন জায়গায় শিশুদের কিশোরদের হাতে যেমন রংবেরঙের ঘুড়ি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই বিশেষ দিনে সকলকে শুভেচ্ছা ও জানান তিনি।মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান সেরে শংকরপুর গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দেন ঘুড়ি লাটাই সুতো। এরপর শংকরপুর ফুটবল মাঠে সকাল থেকেই শুরু হয় ঘুড়ি ওড়ানোর পালা। বিধায়ক নিজেও ঘুড়ি ওড়ালেন সকলের সঙ্গে। কচিকাঁচাদের সঙ্গে সময় কাটান বেশ কিছুক্ষণ।

গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, তালিত: মঙ্গলবার সাতসকালে ৭০ কেজি গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করল দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের তালিত রেলগেটের কাছে আচমকা পুলিশ অভিযানে নামে। অভিযানে নেমে একটি ছোট গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৭০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। একটি ছোট গাড়িতে করে ওই গাঁজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জয় রাহা। মাথাভাঙা থেকে বর্ধমানে গাঁজা ডেলিভারি করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের বাড়ি বীরভূমের সাঁইথিয়ায়। পুলিশ গাঁজা উদ্ধারের পাশাপশি ছোট গাড়িটিকে আটক করে।

আসানসোল হাসপাতালে ক্যান্সার বিভাগে জটিল অস্ত্রোপচারে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ক্যান্সার বিভাগ বড় সাফল্য পেল অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহদন্ত্রে ক্যান্সার আক্রান্ত এক রোগীর সফল অস্ত্রোপচার হয়। জামুড়িয়ার বাসিন্দা ৩৫ বছরের শেখ আনোয়ার পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালের বহির্বিভাগে দেখাতে আসেন। বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর ডাক্তাররা বুঝতে পারেন ওই রোগী ক্যান্সার আক্রান্ত। তাঁর বৃহদন্ত্র অর্থাৎ কোলন ক্যান্সার হয়েছে। ক্যান্সার বিভাগের ডাক্তার অমিত গুপ্তার অধীনে ওই রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়।

হাসপাতাল সুপার নিখিল চন্দ্র দাস জানান, গত বছরের ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখ ওই রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি

করা হয় ক্যান্সার বিভাগের ডাক্তার অমিত গুপ্তর অধীনে। তাঁর নেতৃত্বে গঠন করা হয় মেডিক্যাল টিম। সেই টিম বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। ওই ব্যক্তির বৃহদন্ত্রে ছয় ইঞ্চি বাদ দেওয়া হয় পরে অন্য নাড়ির সঙ্গে যোগ করা হয়। এই হাসপাতালে যা পরিকাঠামো আছে তাতে সাধারণত এই ধরনের অস্ত্রোপচার করা হয় না। তবে এই প্রথম ক্যান্সার বিভাগে চিকিৎসক এবং তাঁর টিম এবং প্যাথলজিস্ট এই অভূতপূর্ব সাফল্য এনেছেন যা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের একটা গর্বের বিষয়।

ক্যান্সার চিকিৎসক অমিত গুপ্তা বলেন, পেটে ব্যথা নিয়ে এই রোগী জেলা হাসপাতালে আসেন এবং খুব দ্রুত শরীরের ওজন হ্রাস পাচ্ছে ওই রোগীর পেটের সিটি স্ক্যান করে দেখা যায় বৃহদন্ত্রে টিউমার আছে। পরে বায়োপসি করে দেখা যায় ওই টিউমার ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অস্ত্রোপচারের। আনোয়ার শেখ বলেন, আগের থেকে তিনি অনেকটাই সুস্থ এবং চিকিৎসকদের তিনি ধন্যবাদ জানান।

সাড়ম্বরে দামদরের তীরে বাউল দাসের কেন্দুলি মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে এবছরও দামোদর নদের তীরে অবস্থিত কাঁকসার সিলামপুরে বাউল দাসের কেন্দুলি মেলার ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। মেলা চলবে চারদিন। তবে এই মেলা শুরু হয় দুপুর থেকে চলে গভীর রাত পর্যন্ত।

জানা গিয়েছে, বীরভূমে যে জয়দেব মেলা অনুষ্ঠিত হয় সেই জয়দেবের শিষ্য ছিলেন বাউল দাস। তিনি কাঁকসার সিলামপুরে দামোদর নদের পাড়ে বসবাস করতেন পরে সেখানেই তিনি দেহ রাখেন। আজও সেখানে তাঁর সমাধি বর্তমান। তিনি সেখানেই গড়ে তুলেছিলেন নিজের আখড়া। রয়েছে শিবমন্দির ও কালীমন্দির। তিনি প্রথম বসেছিলেন ও বাউল দাসের আগে এই মেলার সূচনা করেছিলেন। সেই থেকে শুরু হয় এই মেলা। কয়েকশো বছর ধরে এই বাউল দাসের শিব মন্দিরে মানুষ আসতেন তাদের মনস্কামনা নিয়ে তাদের সেই মনস্কামনাও পূরণও হত। পরে এই বাউল দাসের মেলায় বর্ধমান সহ বাঁকুড়া জেলা থেকেও মানুষ এসে ভিড় জমান।

শোনা যায়, দামোদর নদে বান এলেও বাউল দাসের আখড়া কখনও জলে ডুবে যায়নি। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মেলাজুড়ে থাকে কাঁকসা থানার পুলিশের কড়া নজরদারি।

হুগলিতে মকর সংক্রান্তিতে আলুর দমের মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আলুর দমের মেলা বসেছে হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার রাজবলহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জান্দা গ্রামে। ভিড় জমছে হাজার হাজার মানুষের। তবে এই মেলা যে নতুন এমনটা নয়। বেশ কয়েক দশক ধরেই মকর সংক্রান্তির দিন এই গ্রামে বসছে আলুর দমের মেলা। মেলার হাত ধরেই যেন ফুটে উঠছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য ছবি। একদিকে চলে মুসলিম ধর্মালম্বীদের পীরের মেলা, অন্যদিকে একই স্থানে আরাধনা করা হয় গঙ্গাদেবীর।

এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে দামোদর নদ। মকর সংক্রান্তির দিনে সেখানে বহু মানুষই মকর স্নান করে থাকেন। স্নান সেরে যোগ দেন মেলায়। এখানেই রয়েছে চমক। সকলেই খান একই খাবার। আলুর দম-মুড়ি। আর সেই আলুর দম তৈরি হয় একেবারে নতুন আলু দিয়ে। প্রসঙ্গত, শীতের এই সময় হুগলির এই অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক আলু চাষ হয়। ডিসেম্বরের শেষ জানুয়ারি থেকেই বাজারে এসে যায় নতুন আলু। সেই আলু মূল আকর্ষণ এই মেলার।

এমনকী এই মেলায় যে সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি হয় তাতেও রয়েছে অভিনবত্ব। মূলত কৃষকদের কাজে লাগে এই সব জিনিসই বিক্রি করা হয় মেলায়। বসে নানা ধরনের দোকান। কোথাও বিক্রি হয় বেতের বোনা ধামাখুলের দোকান, তো কোথাও বাঁশের তৈরি ঝুড়ির দোকান, তো কোথাও কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দোকান। রাজবলহাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জয়দেব শীল বলছেন, এটা আসলে পীরের মেলা। প্রায় ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে এই মেলা চলে আসছে। শুরুতে সেখ গ্যালুরা এই মেলায় যোগ দিলেও, পরে হিন্দুধর্মের লোকেরাও এতে মিলে যায়। কিন্তু, এখানের সব থেকে বড় আকর্ষণ আলুর দম। সব মানুষই এখানে আসে আলুর দম নিয়ে। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে চলে খাওয়া-দাওয়া।

উত্তরপাড়ার মানিকপীরের মাজারে তদারকিতে হিন্দুরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির উত্তরপাড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলনমেলা দেখা গেল পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলা এলাকায় মানিকপীর বাবার মাজারে সিন্নি চড়ালেন হিন্দু। এখানেই প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন মানিকপীর বাবার পীরের দরগা। বর্তমানে এই দরগা পাড়ার ছেলেরা সংস্কার করে নতুন রূপেই এই দরগা সেজে উঠেছে।

এদিন সকাল থেকেই দলে দলে ভক্তরা এসে পীর বাবার দরগায় সিন্নি চড়াই মোমবাতি বাতাসা দুধ দিয়ে ভক্তরা বাবার কাছে মনস্কামনা জানালেন দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসে রঘুনাথপুর চণ্ডীতলা মশাট এছাড়া অন্যান্য জায়গা থেকেও লোকজন আসে মহিলাদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। মানিকপীর বাবার নাম অনুসারে এই পাড়ার নাম মানিকতলা। সামনেই বড় দিঘি, এই দিঘিও অনেক প্রাচীন। পাড়ার ছেলেরা বাবার দরগার সংস্কার করে নতুনরূপে মাজার তৈরি করেছেন। এখানে সব ধরনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলন। অনেক দূর দূর থেকে ভক্তরা আসে এখানে এই দিনটা সিন্নি চড়ান তাঁরা, সন্ধে থেকে পালাগান শুরু হয়, পরের দিন ভোগ বিতরণ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD
৫১-ডি গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯
শাখা : গড়িয়াহাট

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৬.১১.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ মেসার্স গৃহশ্রী ইন্টেরিয়র জেডও-৪৩২/এ/২, জেলিয়া পাড়া রোড কলকাতা - ৭০০০৪৪ এবং শ্রী পার্থ প্রতীম নস্কর (স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) জেডও-৪৩২/এ/২, জেলিয়া পাড়া রোড কলকাতা - ৭০০০৪৪, **(টিএল এ/সি - ৭৭৪২৭৬৭৮৫৯)** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৯,৫০,৩৯৫.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার তিনশ পঁচানব্বই টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **২৮,৭১,৫৫০.০০ টাকা (আঠাশ লাখ একাত্তর হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই সম্পদ আইডি : ২০০০৮১৪৫৬২৩০, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭৯৭৪৩৯৭৫।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির প্লট এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন, অবস্থিত প্রেমিসেস নং জেডও-৪৩২/এ/২, জেলিয়া পাড়া রোড, মৌজা : গার্ডেন রিচ, তৌজি নং ৩৪৩, সিট নং ২৬, সার্ভে সিট নং : ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৪৭, দাগ নং ১২২, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৪১ অধিক্ষেত্রে, থানা : নাদিয়াল, পূর্বতন মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা : ৭০০০৪৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **মালিক :** শ্রী পার্থ প্রতিম নস্কর, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** জেলিয়াপাড়া রোড, **দক্ষিণে :** অন্যান্যর সম্পত্তি, **পূর্বে :** সোমনাথ নস্কর এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** জেডও-৩৪২/বি, জেলিয়া পাড়া রোড।

তারিখ :০৯.০১.২০২৫ স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank
[রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১, কাজের স্থান : যমুনা ভবন ২য় তল, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১

যেহেতু, **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ,** ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১, কাজের স্থান : যমুনা ভবন ২য় তল, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর অ্যাক্ট নং ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৮.০১.২০২০** তারিখে **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা শ্রী সুদীপ ঘোষ এবং শ্রীমতী দীপালি ঘোষ** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৪,২১,৯৩৭.৮০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ একুশ হাজার নশো সাঁয়ত্রিশ টাকা এবং আশি পয়সা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৪ জানুয়ারি ২০২৫** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাসেটস রিকভারি শাখা ৩৪,২১,৯৩৭.৮০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ একুশ হাজার নশো সাঁয়ত্রিশ টাকা এবং আশি পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১০৫ এবং ১০৭ দোতলায়, পরিমাণ ১৪৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ডআপ এরিয়া কমবেশি , তিন বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক সংযুক্ত বারান্দা,দক্ষিণ পূর্ব অংশে দোতালর উক্ত ভবনে প্রেমিসেস নং ৪১এ,৪১বি, ৪২এ এবং ৪২বি, ব্লক ডি, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০৫৫ হোল্ডিং নং ৪১৫/৮৭,বাঙ্গুর এভিনিউ, ওয়ার্ড নং ২৯ (পূর্বতন ২২) দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, বিধাননগর (সল্ট লেক) সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস (পূর্বতন কাশীপুর দম দম) মৌজা : শ্যামনগর, জেএল নং ৩২/২০, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮ এবং ২২৯,আরএস প্লট নং ৫১৮,সিএস দাগ নং ২৩৫১,খতিয়ান নং ৭১২, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর বিধাননগর, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির এবং সমুদয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **শ্রী সুদীপ ঘোষ এবং শ্রীমতি দিপালী ঘোষ এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ১৫, ১৪, পূর্বে : পুরসভা সড়ক, দক্ষিণে : প্লট নং ৪০, পশ্চিমে : প্লট নং ৪২।

তারিখ - ১৪.০১.২০২৫ স্থান - কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক এবং সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আরবিও-১,** হকার্স মার্কেট, ২য়তল, পো এবং থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আমার মক্কেল **মূল বিক্রয় দলিল নং ৩০২-২০০৯** সালের রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-২, বর্ধমান সমীপে, এবং মূল অনুমোদিত প্ল্যান এবং এল আর আর ও আর হারিয়ে ফেলেছেন গৃহ ঋণের এ/সি নং ৩১২৩৪৮৮৩১৫৯, **অভিজিৎ চক্রবর্তীর** নামে সহিত সংযুক্ত, তাদের হেফাজত থেকে সম্পত্তির তপশিল উল্লিখিত এবং এক জেনারেল হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত ডায়েরি থানা : পূর্ব বর্ধমান , আইসি, বর্ধমান সমীপে **জি ডি এন্ট্রি নং ৯৭২, তারিখ ১০.০১.২০২৫** দাখিল করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট **মূল বিক্রয় দলিল নং ৩০২-২০০৯** রেজিস্ট্রিকৃত অনুমোদিত প্ল্যান এবং এলআরআরওআর সংশ্লিষ্ট গৃহ ঋণ এ/সি নং ৩১২৩৪৮৮৩১৫৯, অভিজিৎ চক্রবর্তীর নামে, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে দায়বদ্ধ উক্ত ঋণ গ্রহণের সহিত সম্পর্কিত হিসেবে দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত, উক্ত হারিয়ে যাওয়া দলিল কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল কোথাও দাখিল করতে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ ব্যক্তিকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দাবির নথি প্রমাণ সহ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট তপশিলযুক্ত হারিয়ে যাওয়া দলিল সকলভাবে দায় মুক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

তপশিল
জেলা : পূর্ব বর্ধমান, থানা : কাটোয়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : কাটোয়া, জেএল নং ৬১, খতিয়ান নং ১৫৩৮,প্লট নং ৫৭৯, এরিয়া ৭.৫ ডেসিমেল জমি।

কৃপা শঙ্কর মন্ডল (অ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশন রুম নং ০৭, (রাসবিহারী কক্ষ)
ফোন নং : ৯০৬৪৫৪৪৭৩৪/৮৩৪৮৭৬১৯৪৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD
পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **০৯.০৯.২০২৪ তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে, ঋণগ্রহীতা- **(১) মেসার্স লক্ষ্মী নারায়ণ ভান্ডার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ডল,** ঠিকানা: গ্রাম- রত্নেশ্বর, পোস্ট- সুলতানপুর, থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৩২. এবং **এছাড়াও-** গ্রাম - মানিকা, পোস্ট - সুলতানপুর, থানা - কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ৩৩২। **(২) শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ডল (স্বত্বাধিকারী/ বন্ধকদাতা),** ঠিকানা- গ্রাম - মানিকা, পোস্ট - সুলতানপুর, থানা - কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩ ৩৩২। **(৩) শ্রী সুব্রত মন্ডল (বন্ধকদাতা),** ঠিকানা - গ্রাম - মানিকা, পোস্ট - সুলতানপুর, থানা - কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ৩৩২। **(৪) শ্রী সুজন মন্ডল (বন্ধকদাতা),** ঠিকানা- গ্রাম - মানিকা, পোস্ট - সুলতানপুর, থানা - কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ৩৩২। **(৫) শ্রী প্রদীপ মন্ডল (বন্ধকদাতা),** ঠিকানা- গ্রাম - মানিকা, পোস্ট - সুলতানপুর, থানা - কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩ ৩৩২। **(৬) শ্রী দেবব্রত মন্ডল (বন্ধকদাতা),** ঠিকানা- গ্রাম - মানিকা, পোস্ট - সুলতানপুর, থানা- কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ৩৩২, আমাদের **দালানঘাটা শাখায়** যাদের লোন অ্যাকাউন্ট আছে -কে **৪৩,৫৩,৩৬৮.৪৯ টাকা** (তেতাল্লিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিনশো আটষট্টি টাকা এবং উনপঞ্চাশ মাত্র পয়সা) ০৮.০৯.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **১১ জানুয়ারী, ২০২৫** তারিখে দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে ৪৩,৫৩,৩৬৮.৪৯ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিনশো আটষট্টি টাকা এবং উনপঞ্চাশ মাত্র পয়সা) ০৮.০৯.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
"আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবন সম্পত্তি অবস্থিত , গ্রাম : মণিকা, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৩৩, দাগ নং ৬১২, খতিয়ান নং ৩৫, পো : সুলতানপুর, থানা : কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৩২, এরিয়া : ৩৩.৫ ডেসিমেল (কমবেশি) পশ্চিমবঙ্গ, দলিল নং অনুযায়ী : ১-৫১১৯ তারিখ ২৮.১১.২০২০। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পিডব্লুডি রোড, দক্ষিণে : শ্রী সোনা পাঁজার ভবন, পূর্বে : কামিনী বাবুর খালি জমি, পশ্চিমে : শ্রীকান্ত হরি এর খালি জমি।

তারিখ: ১৩.০১.২০২৫ স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
মেসার্স প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিস অ্যান্ড ফ্রেবরিকেটরস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ১৬৬বি, এস পি মুখার্জি রোড, মার্লিন লিঙ্কস, ৪র্থ তল
স্যুট নং ৩ডি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০২৬
(CIN : U28111WB2005PTC105536)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : চিত্রকুট বিল্ডিং, রুম নং ৯৮, ১০ম তল, ২৩০এ, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০২০, যোগাযোগ : +৯১-৯৪৩৩১ ৪৬০২০
ইমেল : precision.liquidator@gmail.com, rasik.singhania@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড ("কোড") এবং রেগুলেশনস অধীনে সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে, প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারস এবং ফ্যাব্রিকেটরস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) ("কর্পোরেট ডেটর") সম্পদসমূহ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ৩৩(১) অধীনে মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ সিপি (আইবি) নং ১৭৩/কেবি/২০১৭ তারিখ ২২ অক্টোবর ২০১৮, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড ("কোড") অধীনে বিক্রি করা হবে।
বিডিং অনলাইন ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে হবে https://www.eauctions.co.in/

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	১৪.০২.২০২৫ দুপুর ২.৩০টে থেকে সন্ধে ৫.৩০টা পর্যন্ত
২	তথ্যাদি এবং আগ্রহ প্রকাশক আবেদন জমার শেষ তারিখ	৩১.০১.২০২৫ বিকেল ৫টার আগে
৩	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	০৩.০২.২০২৫ থেকে ১০.০২.২০২৫ পর্যন্ত (সকাল ১০.৩০ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) আগাম অনুমতি সাপেক্ষে যোগাযোগের ব্যক্তি শ্রী রসিক সিংঘানিয়া (এম : ৯৪৩৩১৪৬০২০)

বিক্রয়লব্ধ সম্পদসমূহের বিবরণাদি :

সম্পদ/অবস্থান	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি - পন্টুন, ওয়েব্রিজ, সিএনজি কাটিং মেশিন, স্যান্ড ব্লাস্টিং মেশিন (বড়ি), ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর IV, থানা - রামনগর, কলাতলাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪৩৫০৪পড়ে থাকা অ্যালুমিনিয়াম কেবিল এবং ওয়েল্ডিং মেশিন।	এ	২২.২৮ লাখ টাকা	২.২০ লাখ টাকা	০.৫০ লাখ টাকা

গুরুত্বপূর্ণ নোটস :
১. ই-নিলামে সম্পদ বিক্রির জন্য "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" কোনো প্রতিনিধিত্ব, ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই এবং "অনলাইনে" পরিচালিত হবে।
২. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি বিশদ সহ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথির সাথে পঠিত হবে ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী এবং সম্পদের অন্যান্য বিবরণ যা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে যেমন https://www.eauctions.co.in/ অথবা admin@eauctions.co.in-এ অনুরোধ পাঠালে পাওয়া যাবে precision.liquidator@gmail.com।
৩. লিকুইডেটর যে কোনো সময়ে ই-নিলামের যেকোনো শর্ত বাতিল বা প্রসারিত বা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে। লিকুইডেটরের কোন কারণ ব্যতিরেকে যেকোন বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে।
৪. কোডের ধারা ৩৫ এর ধারা (এফ) এর বিধান অনুসারে, আগ্রহী দরদাতা যোগ্য হবেন না কোডের ধারা ২৯এ (যেমন সময়ে সময়ে সংশোধিত) হিসাবে নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হলে।
৫. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দর জমা দেওয়ার আগে, তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করতে হবে সম্পদের শিরোনাম, যদি থাকে এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পদ পরিদর্শন করে এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করে।
৬. **ই-অকশন এজেন্সি (লিংকস্টার) পক্ষ থেকে যোগাযোগের ব্যক্তি :** শ্রী বিজয় পিপলিয়া, ই-মেইল আইডি - admin@eauctions.co.in মোবাইল নম্বর +৯১-৯৮৭০০৯৯৭১৩।

রসিক সিংহানিয়া
লিকুইডেটর - প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ফেব্রিকেটর প্রাইভেট লিমিটেড
আইবিবিআই রেজি. নম্বর IBBI/IPA-001/IP-P00390/2017-18/10708
এএফএ বৈধ : ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
তারিখ ১৫.০১.২০২৫ স্থান কলকাতা

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN: L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং- (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট- www.idbibank.in
সংযোজনী- ৪ [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড** -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানিয়ে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ** ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ** ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) বাস্তবিক দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা - বিনায়ক সুইচগিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীমতী অনিতা বাজাজ, শ্রী রাহুল বাজাজ, এবং শ্রী দীপ বাজাজ ২) ০২৫৬৬৭৫১০০০২০৩৭৮	১) ২৪.০১.২০২৪ ২) ১৪.০১.২০২৫ ৩) ১,৮৫,৪২,৬৯৩.২৪/- (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ছয়শো তিরানব্বই টাকা এবং চব্বিশ পয়সা মাত্র) ১০-০৯-২০২১ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ	৩.৩৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি তৎসহ প্রায় ৫৫০০ বর্গফুট (প্রায়) এর জি + ৪ বিল্ডিং এবং কাঠামো, টেরেসে একটি কক্ষ সহ যেখানে বৈদ্যুতিক জিনিসপত্রের শো রুম রয়েছে এবং একটি গোডাউন সহ এল.আর. প্লট নং ২১৩৫, ৬৮৮/৮৭৯, ৬৯১/৮৭৭, ৬৯১/৮৭৮, আর.এস. খতিয়ান নং ৩০৯, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ১১৬৫, জে.এল. নং ৬৭, মৌজা- বেনাচিতি, থানা- দুর্গাপুর, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, ডিএমসি হোল্ডিং নং ৬/৭/১, ওয়ার্ড নং ১৯-এর অধীনে অবস্থিত। **উক্ত সম্পত্তিটি নিম্নরূপে পরিবেষ্টিত এবং সীমানাযুক্ত: উত্তরে-** গুঞ্জন বাজাজের সম্পত্তি, **দক্ষিণে-** দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্স, **পূর্বে-** রাজেশ্বরী বাজাজের সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** ৩০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা।

তারিখ: ১৫.০১.২০২৫, স্থান: কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN: L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং- (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট- www.idbibank.in
সংযোজনী- ৪ [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) বাস্তবিক দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা - শ্রী অমিত শ' শ্রীমতী অর্পনা শ' ২) ০২৫৬৬৭৫১০০০২৪২৬৮ এবং ০২৫৬৬৭৫১০০০২৫০২৭	১) ০৫-১২-২০২২ ২) ১৪-০১-২০২৫ ৩) ২৯,৯৭,২৮৮.৫৪ (উনত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশো অষ্টআশি টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) ১০-০৯-২০২২ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ	উত্তর পাশে তৃতীয় ফ্লোরে ৮ নম্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এর সকল যার সুপার বিল্টআপ এরিয়া কমবেশি ৮০০ বর্গফুট এবং যার মধ্যে রয়েছে ২টি শয়নকক্ষ, ১টি ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট, ১টি বারান্দা, এবং ৩ কাঠা ১০ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির উপরনির্মিত এবং তথায় থাকা কাঠামো সহ যার মৌজা - বরানগর, খতিয়ান নং ৩৪১, দাগ নং ১৪৫৩ খতিয়ান নং ৩৩২,৩৩৩,৩৩৪,৩৩৫, দাগ নং ১৪৫৪ এবং ১৪৫৫ - বরনগর পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত, প্রেমিসেস নং ৫৩ রাজ কুমার মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৫, ওয়ার্ড নং ১০, অতিরিক্ত জেলা উপ-নিবন্ধন অফিস কাশীপুর দমদম, জেলা এবং নিবন্ধন জেলা উত্তর ২৪ পরগনার অধীনে। **উল্লিখিত ভবনটি নিম্নরূপে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে-** পৌর সড়ক দ্বারা; **দক্ষিণে-** পৌর সড়ক দ্বারা; **পূর্বে-** বিশ্বনাথ দেবের বাড়ি (লট-বি); **পশ্চিমে-** হাবুল অধিকারীর বাড়ি দ্বারা।

তারিখ: ১৫.০১.২০২৫, স্থান: কলকাতা — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD
এসএমই ফিনান্স ব্রাঞ্চ
৭, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১
পরিশিষ্ট - IV { রুল ৮(১) }
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৬.০৪.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সি পি স্পঞ্জ আয়রণ প্রাইভেট লিমিটেড, এসএমই ফিনান্স ব্রাঞ্চ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৪,০৫,৭৩,৯৮৪.২৯ টাকা (চব্বিশ কোটি পাঁচ লাখ তিয়াত্তর হাজার নশো চুরাশি টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **২৪,০৫,৭৩,৯৮৪.২৯ টাকা (চব্বিশ কোটি পাঁচ লাখ তিয়াত্তর হাজার নশো চুরাশি টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট/প্লট নং সিএস প্লট ৪১(অংশ), ৪২(অংশ), ৪৩ (অংশ), ৫০৬ (অংশ), ৫০৭ (অংশ), ৫১০ (অংশ), ৫৫৭ (অংশ), ১৪২৬ (এফ), ১৮৭৪ (অংশ), ৫৬১ (অংশ), ৫৬৩ (অংশ), ৫৬৪ (অংশ), ৫৬৫ (অংশ), ৫৬৬ (অংশ), ৫৬৭(অংশ), ৫৬৮ (এফ), ৫৬৯ (এফ) ৫৭০ (এফ), ৫৭১(এফ), ৫৭২(এফ),৫৭৩(এফ), ৫৭৪(এফ), ৫৭৫(এফ), ৫৭৬(এফ), ৫৭৭(এফ), ৫৭৮(এফ), ৫৭৯(অংশ),৫৮০(অশ)৫৮১(অংশ),৫৮৪(অংশ), ৫৮৯(অংশ), ৫৯০(এফ), ৫৯১(এফ), ৫৯২(এফ), ৫৯৩(এফ), লিজ অধিকারী জমির এরিয়া ৬.৫৪ একর, জেএল নং ৯০, মৌজা : রাতুরিয়া, তৌজি নং ১, পরগনা : শারগড়, হোল্ডিং নং ৩৮৭/ এন রোড ১০২ অঙ্গদপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ওয়ার্ড নং ৩৭, দুর্গাপুর পৌর নিগমের অধীন, পো: অঙ্গদপুর, থানা : কোকওভেন, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩২১৩, এবং ভবন প্ল্যান্ট এবং মেশিনারিজ তদস্থিত মেসার্স সি পি স্পঞ্জ আয়রন প্রা লি এর নামে (অসমাপ্ত লিজের মেয়াদ ৮৬ বছর ০৫.১০.২০২০ অনুযায়ী)।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬০ চওড়া সড়ক এবং সি পি রি রোলারস লি (সিপি স্পঞ্জ আয়রন লি)এর ফ্যাক্টরি; **দক্ষিণে :** মেসার্স শিবম ইন্ডিয়া প্রা লি এর ফ্যাক্টরি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খোলা জমি ; **পূর্বে :** মেসার্স শ্যাম শ্রী স্টিলস লি এর ফ্যাক্টরি; **পশ্চিমে :** মেসার্স কাজারিয়া আয়রন কাস্টিং লি. এর ফ্যাক্টরি, দায়বদ্ধ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারিজ, নির্মাণ এবং অন্যান্য সংযুক্ত সম্পদ সি পি স্পঞ্জ আয়রন প্রা লি এর ফ্যাক্টরি।
সম্পত্তির মালিক শ্রী মোহন চাওলা : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ২৭.৬ ডেসিমেল (১৬.৭১ কাঠা) হোল্ডিং নং ৭৪/নতুন, জি টি রোড, মৌজা : ভিরিঙ্গি, জেএল নং ৬৮, এলআর খতিয়ান নং ১৮৬১, আরএস দাগ নং ২০৬৪, ২০৭০, ২০৭১ এবং ২০৭৪, এলআর দাগ নং ৪৩৭৩, ৪৩৪৭, ৪৩৮৬, এবং ৭৩৭৮, থানা : দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান ওয়ার্ড নং ২০ দুর্গাপুর পৌর সংস্থা অধীন, পিন : ৭১৩২১৩, তদস্থিত ভবন/শেড , শ্রী মোহন চাওলার নামে।
চৌহদ্দি : উত্তরে : সাইনাথ অটো লিঙ্ক প্রা লি এর খালি জমি; **দক্ষিণে :** ১২ সার্ভিস রোড; **পূর্বে :** প্রভা বিনিময়ের এর সম্পত্তি এবং অন্যান্য পূর্বতন হরধন পাল দিঘর এর জমি; **পশ্চিমে :** সাইনাথ অটো লিঙ্ক প্রা লি এর সম্পত্তি (নেক্সা শোরুম -মারুতি সুজুকি) পূর্বতন সনৎ ঘোষের জমি।

তারিখ :০৯.০১.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেড
(পূর্বে মেগাথার্ম ইন্ডাকশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : L31900WB2010PLC154236
রেজিস্টার্ড অফিস : প্লট এল-১, ব্লক জিপি, ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, সেক্টর ৫ , সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন : ০৩৩৪০৮৮৬২০০ ইমেল cs@megatherm.com ওয়েবসাইট : https://megatherm.com

ই-ভোটিং তথ্য এবং পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

এতদ্বারা মেগাথাম ইন্ডাকশন লিমিটেডের (কোম্পানি) সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে,২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এবং ধারা ১১০ সংস্থান এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ সংস্থান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন সার্কুলার এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ সংস্থান অধীনে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন এবং বিধিমালা (সময়ে সময়ে সংশোধিত অনুযায়ী সংশোধিত বিধি বা পুনর্প্রণয়ন সাময়িক বলবৎ, সহ) অনুযায়ী ৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত মতে প্রস্তাবগুলি কোম্পানির সদস্যগণের দ্বারা অনুমোদন।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং বিবৃতিমূলক প্রতিবেদন, বিষয়সমূহ বিবেচনার জন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে যেসকল সদস্যর ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির /আরটিএ বা ডিপোজিটরিজের সহিত ১০ জানুয়ারি ২০২৫ (কাট অফ ডেট) অনুযায়ী নিবন্ধিত বিধিবদ্ধ আবশ্যকতা অনুযায়ী।
সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে অবগত করা হচ্ছে যে :
১. পোস্টাল ব্যালটে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা ব্যবস্থিত রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।
২. রিমোট ই-ভোটিং সময় শুরু হচ্ছে বুধবার ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ (সকাল ৯ টায়, আইএসটি) এবং সমাপ্ত হচ্ছে বৃহস্পতিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ (বিকেল ৫ টায় আইএসটি)।
৩. ১০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ কাট অফ ডেট অনুযায়ী কোম্পানির সদস্যগণই কেবল রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাবেন। কাট অফ ডেট অনুযায়ী যে ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার নন তারা নোটিশ কেবল তথ্য হিসেবে গণ্য করবেন।
৪. পোস্টাল ব্যালট নোটিশে যেসকল সদস্য তাদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তারা ই-ভোটিং মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন তার পদ্ধতি সহ ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলি দেওয়া হয়েছে।
৫. রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা এনএসডিএল কর্তৃক ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিক বিকেল ৫ টার পর অকার্যকর করা হবে।
৬. নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট https://megatherm.com. সংযুক্ত হয়েছে। নোটিশ স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট যেমন ন্যানশান স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com এবং এএসডিএল (যেসংস্থা রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে) www.evoting.nsdl.com ওয়েবসাইট থেকেও পাওয়া যাবে।
৭. ডিরেক্টর বোর্ড শ্রী অঞ্জন কুমার রায়, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, সদস্য নং এফসিএস ৫৬৮৪এবং পেশায় নিযুক্ত সার্টিফিকেট নং : ৪৫৫৭, কে ভোট প্রক্রিয়া সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ ভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত করা হয়েছে।
৮. ফলাফল সোমবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ঘোষণা করা হবে এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://megatherm.com) স্টক এক্সেচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইটে(www.evoting.nsdl.com) সংযুক্ত করা হবে।
৯. কোনও কারণে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস (এফএকিউএস) দেখুন শেয়ার হোল্ডারদের জন্য এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়ের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ডাউনলোড সেকশনে www.evoting.nsdl.com বা কলকরুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা শ্রীমতি পল্লভি মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার evoting@nsdl.com অনুরোধ পাঠান।

বোর্ডের আদেশক্রমে
মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেডের পক্ষে
(CIN L31900WB2010PLC154236)
স্বা/-
(অবন্তি সাহা বসু)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ অফিসার
সদস্যসংখ্যা নং এ৬৯২৭৬
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ জানুয়ারি ২০২৫

মালদায় তৃণমূল নেতা খুনে পুলিশ ও মন্ত্রীকে দায়ী করলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তির দিন লালগড়ের নেতাই গ্রামে গিয়ে শহিদ পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রশাসনের অনুমতি না মেলায় ৭ জানুয়ারি নেতাই শহিদ দিবসে তিনি আসতে পারেননি। মঙ্গলবার বেলা চারটে নাগাদ নেতাই পৌঁছতেই জনতার ঢল নামে। গ্রামবাসীদের নিয়ে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন। সেখানে নেতাই গণহত্যাকাণ্ডের আহত ২৮ এবং নিহত ৬ জনের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। ৭ জানুয়ারি নেতাই দিবসের দিন তাঁকে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানানোর অনুমতি না দেওয়ায় পুলিশের তীব্র সমালোচনা করেন।

নেতাই দিবসের দিন তৃণমূল সেখানে অনুষ্ঠান করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে শহিদ পরিবারের লোকজন অনেকেই যাননি। তৃণমূলের ছত্রধর মাহাতো এবং জয়প্রকাশ মজুমদার সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। শুভেন্দু অধিকারী তাদের সমালোচনা করে বলেন, গণহত্যা কাণ্ডের সময় আক্রান্ত পরিবারগুলির পাশে যখন দাঁড়ানোর খুব প্রয়োজন ছিল, তখন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জনতার ভিড় ঠেলে এদিন শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বেশ কিছু মহিলা সরকারি বাড়ি এবং পানীয় জলের নলকূপ দাবি করেন। শুভেন্দু অধিকারী তাদের বলেন, তিনি তো সরকারি বাড়ি দিতে পারেন না। এগুলো পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সরকার করে থাকে। তবে গ্রামবাসীদের দাবিমতো গ্রামে পানীয় জলের একটি গভীর নলকূপ বসানোর আশ্বাস দেন শুভেন্দু। সভামঞ্চে প্রতি বছরের মতো এবারও আহত ও নিহতদের পরিবারগুলির হাতে সাম্মানিক তুলে দেন তিনি।

এরপর সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে মালদায় তৃণমূল নেতা খুন প্রসঙ্গে পুলিশকে দোষারোপ করে শুভেন্দু বলেন, এলাকাতেই দুষ্কৃতকারীরা ছিল। তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনার জন্য পুলিশ ও পুলিশমন্ত্রী দায়ী। শাসকদলের নেতাদের মদতেই তাদের নেতারা খুন হয়ে যাচ্ছেন।

খাল সংস্কারের সূচনা, মাটি মাফিয়াদের হুঁশিয়ারি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: মাটি মাফিয়াদের রুখতে এলাকার মানুষের কাছে আবেদনের পাশাপাশি মাটি মাফিয়াদের হুঁশিয়ারি দিলেন বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেন। উল্লেখ্য, হাওড়ার বাগনান দুই নং ব্লকের অধিকাংশ মানুষই ফুলের চাষের সঙ্গে জড়িয়ে। বলা ভালো ফুলের চাষই এই ব্লকের লক্ষাধিক মানুষের রুটি রুজির প্রধান মাধ্যম। তবে ধান,পান চাষ ও কিছুটা হয়। এই ব্লকের অন্যতম চেটুয়া খাল। মুগকল্যাণ-বেনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেনাপুর থেকে বাগনান -শ্যামপুর রোড পর্যন্ত প্রায় ৫ কিমি পুনর্সংস্কার করায় খুশির হাওয়া ফুলচাষিদের মধ্যে।

উল্লেখ্য, খালটি প্রায় বুজেই গিয়েছিল। ফলে খানজাদাপুর, বেনাপুর, চন্দনাপাড়া সহ পাঁচটি গ্রামের নিকাশি ব্যবস্থা ও সেচ সিস্টেম ভেঙে পড়েছিল। এই খালটি কাটার পর সেই সমস্যা অধিকাংশটাই মিটে যাবে বলে অভিমত ওয়াকিবহাল মহলের। মঙ্গলবার এই খাল সংস্কারের কাজের সূচনা করলেন বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেন। উপস্থিত ছিলেন বাগনান দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়জিৎ নন্দী, বাগনান এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌসুমী সেন ও বাগনান দুই ব্লকের বিডিও ও সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা।

এদিন বিধায়ক বলেন, ‘এই খালটি সংস্কার করার কথা শুনেই বেশ কিছু মাটির কারবারিরা মাটি বিক্রির জন্য উদ্যোগ শুরু করেছে। আর সে কথা আমার কানে আছে। খাল সংস্কারের জন্য যে মাটি উঠবে তা বাঁধ তৈরিতে ব্যবহার করা হবে। মাটি কোথাও যাবে না।’ যদি কেউ এই ধরনের কাজ করে তা বিধায়ককে জানানোর জন্য সরাসরি মানুষের কাছে আবেদন জানান। খাল সংস্কারের পাশাপাশি মাটি চুরি রুখতে বিধায়কের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকার মানুষ। এই খাল টি সংস্কার হলে বাগনান ২ নম্বর ব্লক ছাড়াও শ্যামপুর ২ নম্বর ব্লকের নাকোল এবং আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েত দু’টি উপকৃত হবে বলে জানান বিধায়ক।

প্রাচীন পুরুলিয়ার বেড়োর খেলাই চণ্ডী মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: নানান কারণে বিগত প্রায় ৩ বছর ধরে বন্ধ থাকার পর ফের শুরু হল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের বেড়ো গ্রামের বেড়ো খেলাই চণ্ডীর মেলা। মঙ্গলবার বিকেলে মেলার ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য স্বরস্বতী বাউরিকে সঙ্গে নিয়ে পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌমেন বেলথরিয়া। স্বাভাবিক ভাবেই ৩ বছর ধরে বন্ধ থাকা প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীন বেড়োর খেলাই চণ্ডীর মেলা ফের আরম্ভ হওয়াতে খুশির হওয়া এলাকায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা পরিক্রমা করে সারা গ্রামজুড়ে। এরপর সেই শোভাযাত্রা বেড়োর খেলাই চণ্ডীর মন্দিরে এসে শেষ হয়। জানা যায়, ১৫ জানুয়ারি বুধবার থেকে এই মেলা শুরু হয়ে চলবে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত।

রীতি মেনে আরামবাগে পৌষ সংক্রান্তি পালন ও মকর স্নান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমাজুড়ে পৌষ সংক্রান্তী উৎসব ও গঙ্গা পুজোয় সামিল হন মহকুমাবাসী। একদিকে মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় গঙ্গাপুজো যেমন হয় তেমনি মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পুন্য স্নানের জন্য নদী বা গ্রামীণ বড় প্রতিষ্ঠিত পুকুর গুলিতে মানুষের ভিড় ছিল যথেষ্ট চোখে পড়ার মতোন। এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা ঘন কুয়াশার মধ্যেই শীতকে উপেক্ষা করে আরামবাগ মহকুমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত দামোদর, দ্বারকেশ্বর, মুন্ডেশ্বরী নদীতে পুণ্যার্থীদের ভোরবেলা স্নান করতে দেখা গেল।

এদিন আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দীও মকর সংক্রান্তি উৎসবে সামিল হন। বাঙালির সনাতন হিন্দুধর্মের গঙ্গাপুজোয় যোগদান করার পাশাপাশি সূর্যদেবকে প্রণাম জানান। এই বিষয়ে বলেন, ‘মকরসংক্রান্তি একটা পবিত্র দিন। এদিন দ্বারকেশ্বর নদে স্নান করে পুণ্য অর্জন করছে বহু মানুষ। সকলের মঙ্গল কামনার জন্য ভোরবেলা দ্বারকেশ্বর নদে এসেছি। দেবী গঙ্গার পুজোপাঠ হওয়ার পাশাপাশি বাড়িতে চলে লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন।’ মূলত এদিন পুজিত হন গঙ্গাদেবী। স্থানীয় মানুষের দাবি, মকর সংক্রান্তিতে পুকুর ও নদীতে স্নান করে গঙ্গা মায়ের পুজো দিয়ে তাঁরা বাড়ি ফেরেন। বলা যায়, এদিন ভোর থেকেই জলাশয়গুলিতে মানুষের ঢল ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো।

এদিন দ্বারকেশ্বর নদে মকর সংক্রান্তিতে স্নান করতে আসা এক গৃহবধূ রুমি কর্মকার জানান, ‘প্রতি বছরই পরিবারের কল্যাণের জন্য নদীতে স্নান করতে আসি। স্নান করে গঙ্গা দেবীর চরণে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরি। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সকাল ছ’টা নাগাদ দামোদর নদের ঘাটে স্নান করে গঙ্গা দেবীর পুজো দিয়ে ছেলে মেয়ের কল্যাণ কামনা করি।’ জানা গিয়েছে, এদিন পৌষ সংক্রান্তী উপলক্ষ্যে আরামবাগের কালিপুরে দ্বারকেশ্বর নদের পাড়ে গঙ্গা পুজোর আয়োজন করা হয়। রীতি মেনে পুজো পাঠ হয়। শতাধিক বছর ধরে গঙ্গাদেবীর আরোধনা হয়ে আসছে প্রাচীন রীতি মেনে। নদের চরে আগে পুজো হত। বর্তমানে নদবাঁধ সংলগ্ন মাঠে হয়। এমনটাই জানান পুরোহিত। তবে সকাল থেকেই এলাকার মানুষ গঙ্গা পুজোয় সামিল হন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন 9331059060–9831919791

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’ ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শ্রী এন কে লাকরা, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭২১০০৪/৯৬৭৪৭১৩৭৬০

পরিশিষ্ট - ৪-এ
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২০.০২.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** ২০.০২.২০২৫ তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **৪৬,৯২,৫৯,৮১৫.৬১ টাকা (ছেচল্লিশ কোটি বিরানব্বই লাখ উনষাট হাজার আটশ পনের টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা ৩০.০৬.২০১৪** অনুযায়ী এবং ০১.০৭.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা মেসার্স জি বি লগস অ্যান্ড টিম্বার প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ‘‘শ্রী কৃষ্ণ চেম্বারস, স্যুট নং ২বি, ৭৮, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা ৭০০০০১ এবং **জামিনদাতাগণ : (ক) শ্রী অজয় কুমার গুপ্তা** পিতা গৌরী শংকর গুপ্তা, ঠিকানা ২১৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭ **(খ) শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তা** পিতা শ্রী সত্য নারায়ণ প্রসাদ, ঠিকানা ৩০ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭ **(গ) শ্রী গঙ্গা প্রসাদ গুপ্তা** পিতা ছাবিলা রাম গুপ্তা ঠিকানা ৩০ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭ **(ঘ) শ্রী জয় প্রকাশ গুপ্তা ঠিকানা** ৩০ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭ **এবং কর্পোরেট জামিনদাতাগণ (ক) মেসার্স পি জি টিম্বার প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ‘‘শ্রী কৃষ্ণ চেম্বারস, স্যুট নং ২বি, ৭৮, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা ৭০০০০১ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : তারিখ : ২১.০১.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং এফ-৫সি, ৫মতলে,প্রেমিসেস নং পি-৪এ, ননীগোপাল রায় চৌধুরী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১৪, স্কিম নং ৫২, পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ৫৯৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , থানা : এন্টালি, কলকাতা পৌর সংস্থা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ১০০৯৩-২০০৮ সালের। সম্পত্তি মেসার্স পি জি টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেডের নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	৪৮,০০,০০০.০০ টাকা	৪,৮০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : চক, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর পরিমাণ ১২৪.৪৩ ডেসিমেল , দলিল নং ৭৩৪১,৫৯৮,৩৩৩০, ২৩৫, ৫৯৯৯, ৪৪২১, ৩৩৯০। সম্পত্তি মঞ্জু গুপ্তা, ব্যক্তিগত জামিনদাতা - মেসার্স জি বি লগস অ্যান্ড টিম্বার প্রা লি এর নামে **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	৩,৯৫,০০,০০০.০০ টাকা	৩৯,৫০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
সম্পত্তি নং ৩ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি অবস্থিত মৌজা : চক, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, পরিমাণ ২২৫ ডেসিমেল দলিল নং ৩৮২৯, ৭৭২, ৭৮৬০, ৫০১৯, ৫১১১, ৩৮২৪। সম্পত্তি জি বি লগস অ্যান্ড টিম্বার প্রা লি এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	১,৭৬,০০,০০০.০০ টাকা	১৭,৬০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
সম্পত্তি নং ৪ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা চক, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, পরিমাণ ৬৮.০২ ডেসিমেল , দলিল নং ৩৪৯৫। সম্পত্তি পি জি টিম্বার প্রা লি এর নামে, কর্পোরেট জামিনদাতা মেসার্স জি বি লগস অ্যান্ড টিম্বার প্রা লি **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	২,৫১,০০,০০০.০০ টাকা	২৫,১০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
সম্পত্তি নং ৫ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : চক, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, পরিমাণ ১৩৩.৮২ ডেসিমেল, দলিল নং ২৮৭১, ৩৯৯৩,৬০০২, ৩৩২৮, ৫৯৬, ৭৩৪৩। সম্পত্তি জয় প্রকাশ গুপ্তার নামে, ব্যক্তিগত জামিনদাতা- মেসার্স জি বি লগস অ্যান্ড টিম্বার প্রা লি। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	৪,৪৩,০০,০০০.০০ টাকা	৪৪,৩০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ১৫.০১.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৮.০২.২০২৫
নিলামের সময় - দুপুর ১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : জে ডি কনস্ট্রাকশন,** ২৫এ, কে পি রায় লেন, ৪/৭ শহিদ নগর, কলকাতা : ৭০০০৩১। **বিষ্ণুপদ দাস (অংশীদার এবং জামিনদাতা)** পিতা যোগেশ চন্দ্র দাস, ৫/১০, পূর্বাচল লিংক রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **জহর দাস (অংশীদার তথা জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** পিতা বিষ্ণুপদ দাস ১৭/২৫, কে পি রায় লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা : ৭০০০৩১ **রাত্রি দাস (বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা)** পিতা দিলীপ দাস, আদ্রিজা ১৭/২৫, কে পি রায় লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা : ৭০০০৩১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৪০ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং বি-২, দুই বেড রুম,এক লিভিং/ ডাইনিং রুম,এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক ব্যালকনি, সর্বোচ্চ তলে (তিনতলায়) উত্তর পশ্চিম মুখী তিন তলা ভবনে ডেভেলপারের বন্টিত এবং অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশের যথাযথ ভাগ অংশ আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি, অবস্থিত প্রেমিসেস নং১৭/২৫ কে পি রায় লেন, থানা : কসবা, বর্তমানে গরফা, কলকাতা : ৭০০০৩১, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯২, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার, ব্যয় এবং ফিক্সচার এবং ফিটিংস, বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ইত্যাদির ব্যবহার। **নির্মিত ফ্ল্যাটের জমির বিবরণ:** জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত তিন তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : ঢাকুরিয়া, জেএল নং ১৮, আরএস নং ৫, জেলা কালেক্টরেট তৌজি নং : ২৩০/২৩৩, পরগনা : খাসপুর, খতিয়ান নং৪৬৯, অংশত দাগ নং ১৫১৯, থানা: কসবা, বর্তমানে গরফা, পুর প্রেমিসেস নং ১৭/২৫, কে পি রায় লেন, কলকাতা ৭০০০৩১, কে এম সি ওয়ার্ড নং ৯২, ডিএসআর অফিস অধিক্ষেত্রে পূর্বতন আলিপুর, বর্তমানে শিয়ালদহ। জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **(হস্তান্তর দলিল নং ১-০৯৪০৯/২০১৩ অধীন শ্রী জহর দাস এবং শ্রীমতি রাত্রি দাস এর অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর ৩, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।)** (ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত)	৬৪,৫৮,২৮৭.২৫ টাকা (চৌষট্টি লাখ আটান্ন হাজার দুশো সাতাশি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭	৩৭,১২,০০০.০০ টাকা / ৩,৭১,২০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা. পর্যবেক্ষণের তারিখ ১১.০২.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৫.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD
জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, জিডি - ৩৭৭- ৩৭৮, দ্বিতীয় ফ্লোর, সেক্টর - ৩, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল : zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নোক্ত শাখাগুলির নিম্নোক্ত লকারহোল্ডারগণকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিক তাগাদার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও যে সকল লকারহোল্ডার লকারের ভাড়া দেননি বা কোনও উত্তর দেননি তাদের উদ্দেশ্যে পলিসি নোটিশ জারি করা হয়েছে।
নিম্নোক্ত লকার হোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লকারের ভাড়া প্রদান না করা হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকার ভেঙে খুলতে বাধ্য হবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন লকারের মধ্যে থাকা যাবতীয়, যদি কিছু থাকে, বিক্রি করা হবে এবং লকারের ভাড়া উশুল করা হবে এবং ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট ভাড়া বকেয়া আদায়ের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করবে সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের বিরুদ্ধে।

ক্র. নং.	শাখার নাম	লকার ভাড়াকারীগনের নাম	সেভি. অ্যাকা. নং	বকেয়া পরিমানের বিশদ টাকায়	লকারের বকেয়া যখন থেকে
১	কাশিপুর শাখা	অপর্ণা দাস	৪৫০০৪৬৭৯২১	২৬,৯৮৩/-	৩০.০৬.২০২১
২.		শঙ্কর ঘোষ সুধা ভবন	৪৫০০৪৬৮৫২৮	৬,৪৮৯/-	৩০.০৬.২০২১
৩.		ঝুমঝুম লাহিড়ি	৪৫০০৪৭১৬৩১	১৩,২৫০/-	৩০.০৬.২০২১
৪.		হরি রঞ্জন সুর	৪৫০০৪৭২৫২৩	১৭,৮৯৭/-	৩০.০৬.২০২১
৫.		দুলাল চাঁদ গাঙ্গুলি	৪৫০০৪৭২৬৪৬	৯,০৪৭/-	৩০.০৬.২০২১
৬.	লেক টাউন শাখা	উজ্জ্বল চ্যাটার্জি	৪৫০২১৮০১৬৪	১২,০০০/-	২২.০৭.২০১৯
৭.		মানস মজুমদার	৪৫০২১৯৪১৪৪	১০,০০০/-	০৯.০২.২০১৮
৮.		ওম প্রকাশ আগরওয়ালা	৪৫০২১৯৪২৯১	১০,০০০/-	২৯.০৯.২০২১
৯.		প্রদীপ কুমার দত্ত	৪৫০২১৯৫৬৭০	১০,০০০/-	১০.০৫.২০১৬
১০.		রাজ কুমার সাহা	৪৫০২১৯৬৭০৮	১০,০০০/-	৩১.০৩.২০১০
১১.		শ্যাম সুন্দর সরফ	৪৫০২১৯২৯১৯	১০,০০০/-	৩১.০৩.২০০৫
১২.		হারাধন সাহা/ চন্দন কুমার সাহা	৪৫০২১৯২৯৭৫	১০,০০০/-	৩১.০৩.২০১০
১৩.		অরুণ সাঙ্গার/অনিতা সাঙ্গার	৪৫০২১৯৩০৯৩	১০,০০০/-	০১.০৪.২০০৬
১৪.		বাসব চ্যাটার্জি/ সর্বাণী চ্যাটার্জি	৪৫০২১৭৯৭৩৭	৯,০০০/-	২৯.০১.২০১৫
১৫.		পৃথ্বীশ কুমার চক্রবর্তী	৯৯১৫৫৩৯২৪৪	৯,০০০/-	০১.০৪.২০১৭
১৬.		শ্রদ্ধা পোদ্দার	৯৯১৫৫৩৯৩৩৫	৯,০০০/-	১১.০৬.২০০৯
১৭.		সৌমিত্র পাঠক	৯৯১৫৫৩৯২৮৮	৯,০০০/-	৩১.০৩.২০০৬

তারিখ : ১৫.০১.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — এসবিআই বাঁশবেরিয়া শাখা (০৫৯১৯)
৪৫ রুদ্র মেন রোড, বাঁশবেরিয়া, হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৫০২ ই-মেল - sbi.05919@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম -অরূপ অধিকারি, ই-মেল আইডি -cmcrnpar5.zohow@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৫০৯৭১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৭.০২.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়লব্ধ সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
শ্রী অজয় লাল ব্যান্ডেল বাজার, বান্ডেল, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৩। **শ্রীমতি রিমি লাল** স্বামী অজয় লালা, ব্যান্ডেল বাজার, বান্ডেল, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১, তিনতলায় পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫৮.৪৬ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া ৬২৩.৭২ বর্গফুট বিভূতি অ্যাপার্টমেন্ট নামক ভবনে, আরএস খতিয়ান নং ২৯৩, আরএস দাগ নং ১৫৪,এলআর খতিয়ান নং ২৫৭৫, এলআর দাগ নং ১৯০, মৌজার মানসপুর, জেএল নং ০৪, অবস্থিত কাজিডাঙ্গা, দেবানন্দপুর জিপি অধীন, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৩, দলিল নং ১-৫১৫৯-/১৫, তারিখ ৬ নভেম্বর ২০১৫। সম্পত্তি শ্রী অজয় লাল এর নামে। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	১৬,৭৫,৫৫১.৪১ টাকা (ষোলো লাখ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশ একান্ন টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) ২৫.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ. পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৩.০২.২০২৫	১৪,২২,০০০.০০ টাকা / ১,৪২,২০০.০০ টাকা / ২০,০০০.০০ টাকা

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১৫.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটিইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা , নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **‘‘যেখানে যেমন অছে”, ‘‘যেখানে যা আছে”, এবং ‘‘যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” ৩১.০১.২০২৫** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিশ্চিন্তপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১১,৭৬,৮৭৭.০০ টাকা** (এগার লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ সাতাত্তর টাকা) **৩০.১২.২০২২** অনুযায়ী তদুপরি পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ আদায়ের জন্য **মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ, অংশীদারগণ : শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং তন্ময় মন্ডল,** ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, **আরও ঠিকানা:** রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৩৮ **-এর** কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ অংশীদারগণ : শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং শ্রী তন্ময় মন্ডল** ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড **আরও ঠিকানা:** রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৩৮। **শ্রী দিলীপ মন্ডল (অংশীদার) শ্রী তন্ময় মন্ডল (অংশীদার এবং শ্রীমতী নমিতা মন্ডল (বন্ধকদাতা/জামিনদার)** **খ) নিশ্চিন্তপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ১ ছটাক ২৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : উত্তর রাম চন্দ্রপুর, পরগনা বালিয়া, জেএল নং ৩৭, আরএস নং ১৯, তৌজি নং ৩৯৯/৪০০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৩,দাগ নং ৫৫৩,হোল্ডিং নং ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড,ওয়ার্ড নং ২, পূজালী পুরসভা, থানা : বজবজ,জেলা:দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৮৯০, তারিখ : ২১.০৩.২০০৩, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ৩৪, পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৮- ২০০৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বজ বজ, **সম্পত্তি শ্রীমতি নমিতা মন্ডল,** স্বামী দিলীপ মন্ডলের **নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : দীনেশ পারুই, দক্ষিণে : পরেশ পারুই এবং সুখেন পারুই, পূর্বে : পুর সড়ক, পশ্চিমে : সুখেন পারুই।	১১,৭৬,৮৭৭.০০ টাকা (এগার লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ সাতাত্তর টাকা) টাকা ৩০.১২.২০২২ অনুযায়ী তদুপরি পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ১৮,০০,০০০.০০ টাকা (*) (আঠার লাখ টাকা মাত্র) খ) ১,৮০,০০০.০০ টাকা (এক লাখ আশি হাজার টাকা মাত্র) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা দিতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50422143812 ঙ) অনুমোদিত অফিসারে জ্ঞান এবং তথ্যমতে, সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ৩১.০১.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/অংশীদার(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ১৫.০১.২০২৫ / স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেলার শাস্তি
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে জায়গা হবে না সঞ্জুর?

নিজস্ব প্রতিনিধি: ধাক্কা সঞ্জু স্যামসনের। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে থাকলেও কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে সম্ভবত জায়গাই হবে না কেরলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের। জাতীয় নির্বাচকদের পরিকল্পনায় তিনি নেই। শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে শাস্তিও পেতে হচ্ছে তাঁকে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজরে দলে থাকলেও আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে সম্ভবত থাকবেন না সঞ্জু। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে প্রথম উইকেটরক্ষক-ব্যাটার হিসাবে থাকবেন ঋষভ পন্থ। কোনও কারণে তিনি উইকেট রক্ষা করতে না পারলে দায়িত্ব সামলাবেন লোকেশ রাহুল। আগামী ১৯ জানুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য প্রাথমিক দল ঘোষণা করতে পারে বিসিসিআই। সেই দলে সঞ্জুর জায়গা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সঞ্জুর নাম বিবেচনা না করার পিছনে রয়েছে আরও একটি কারণ। নিজের গাফিলতির জন্যই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা হবে না সঞ্জুর। কেরলের হয়ে বিজয় হজারে ট্রফি খেলেননি তিনি। নিজেই বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেরলের অধিনায়ক। প্রস্তুতি শিবিরে যোগ না দেওয়ায় সঞ্জুকে বিজয় হজারে ট্রফির দল থেকে বাদ দেন কেরলের নির্বাচকেরাও। যদিও পরে তিনি বিশ্রাম চেয়ে নেন। তাঁর এই বিশৃঙ্খলতা বরদাস্ত করতে রাজি নন বোর্ড কর্তারা। শাস্তি হিসাবেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাঁকে। একই সঙ্গে অন্য ক্রিকেটারদেরও কড়া বার্তা দেওয়া হবে। সঞ্জুকে আপাতত শুধু টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্যই ভাবা হচ্ছে।

দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে ঢোকার লড়াইয়ে আছেন ধ্রুব জুরেল এবং ঈশান কিশনও। যদিও বোর্ডের নতুন পরিকল্পনায় তাঁদেরও সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। দল গঠনের ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের ফর্মুলায় ফিরতে চাইছেন নির্বাচকেরাও। যদিও জুরেলকে টেস্ট এবং এক দিনের দলের দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসাবে ভাবা হচ্ছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে।

আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারতের প্রথম ম্যাচ ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সঙ্গে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাকিস্তান লড়াই। প্রতিযোগিতার আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারতীয় দলের সব ম্যাচ হবে দুবাইয়ে।

রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে চান যশস্বীও

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলার কথা জানালেন যশস্বী জয়সওয়াল। রোহিত শর্মা মুম্বইয়ের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার পর ভারতীয় দলের তরুণ ওপেনারও ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নিউ জল্যিান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভরাডুবির পর ক্রিকেটারদের কড়া বার্তা দিয়েছেন ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেললে জাতীয় দলের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কড়া অবস্থান নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও। পরিস্থিতি বুঝে ফর্মে না থাকা রোহিত মুম্বইয়ের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। এ বার রঞ্জি ট্রফি খেলার কথা জানালেন যশস্বীও। মঙ্গলবার মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে (এমসিএ) তিনি জানিয়েছেন, জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে খেলতে চান। কোচ ওমকার সালভির সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। বুধবার থেকে অনুশীলনে যোগ দেবেন বলেও জানিয়েছেন। আগামী ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ম্যাচ। এনসিএ জানিয়েছে, কোচকে যশস্বী জানিয়েছে, রঞ্জি ট্রফির পরের ম্যাচে খেলতে চায়। নির্বাচক কমিটি কয়েক দিনের মধ্যে দল নির্বাচন করবে। নির্বাচকেরাই ঠিক করবেন যশস্বী দলে থাকবে কিনা।

অস্ট্রেলিয়া সফরে যশস্বী একটি শতরান এবং দু'টি অর্ধশতরান করেছেন। বাকি ইনিংসগুলিতে রান পাননি। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারছেন না তরুণ ওপেনার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজরে দলে নেই যশস্বী। সম্ভবত সে কারণে ভারতীয় দলের কোচ এবং বোর্ড কর্তাদের মনোভাব বুঝে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অজিঙ্ক রাহানেদের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিলেও রোহিত অবশ্য এখনও রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে ইচ্ছুক কিনা, তা জানাননি এমসিএ কর্তাদের।

কাশ্মীরে একান্তে জন্মদিন উদযাপন ক্রীড়া সংগঠক অভিষেক ডালমিয়ার

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার একেবারে যেন ছায়া-ছবি! যাঁরা ডালমিয়াকে জানতেন, চিনতেন তাঁরা অভিষেকের মধ্যেও সেই ভদ্র, নম্র ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বরই প্রকাশ দেখতে পাবেন। ওনার ব্যবহার ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ ময়দানের সকলেই।ক্রীড়া সংগঠক অভিষেক ডালমিয়া প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার পুত্র। তাঁর অবর্তমানে ডালমিয়া যুগ বজায় রেখেছেন ক্রিকেটে। অভিষেক ডালমিয়াও দীর্ঘদিন ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে যুক্ত। ২০১৫ সালে জগমোহন ডালমিয়ার মৃত্যুর পর অভিষেক সিএবি সচিব হন।

এরপর সবচেয়ে কম বয়সে সিএবি-র প্রেসিডেন্ট হন অভিষেকই। তাঁর আগে কেউ ৩৮ বছর বয়সে বাংলার ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হননি কেউই। নিয়মমতো কুলিং অফ পিরিয়ডে গেলেও, ক্রিকেটের সঙ্গে সখ্যতা তার একইরকম রয়ে গেছে।বাংলা থেকে একমাত্র ক্রিকেট প্রশাসক হিসাবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ পদেও রয়েছেন তিনি। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য। সদ্য মুম্বই গিয়েছিলেন বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভায়। সেখানেই নবনিযুক্ত বিসিসিসিআই সচিব দেবজিত্ সাইকিয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসেন। সিএবি সভাপতি থাকাকালীন সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বাংলার ক্রিকেট। তাঁর আমলেই হয়েছে ইডেনের আধুনিকরূপ, ক্রিকেটারদের কর্মসংস্থানে যেমন জোর দেন, তেমনই স্বাস্থ্যবিমারও ব্যবস্থা করেন তিনি। এমনকি কেকেআরে বাংলার ক্রিকেটার নেওয়ার ব্যাপারেও সোচ্চার হন অভিষেক ডালমিয়া। আইপিএলে সেরা ম্যাচ যাতে ইডেনে পায় তারও প্রচেষ্টা করে যান সবসময়। সেই অভিষেক ডালমিয়ার ছিল মঙ্গলবার জন্মদিন।

কাশ্মীরে মধ্যরাতে স্ত্রী শালিনীর সঙ্গে একান্তে জন্মদিন সেলিব্রেশন অভিষেক ডালমিয়ার।

স্বাভাবিকভাবেই সকাল থেকেই শুভেচ্ছার ঢল নামে। আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ থেকে বিওএ সভাপচি চন্দন রায়চৌধুরী, আইএফএ সভাপতি অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে ময়দানের ছোটদলগুলোর কর্তারা, একের পর এক শুভেচ্ছায় ভাসালেন অভিষেক ডালমিয়াকে। ক্রিকেট দুনিয়ায় জগমোহন ডালমিয়ার সুযোগ্য পুত্র অভিষেক ডালমিয়া যে ময়দান- সিএবি-বিসিসিআই সবায়েরই প্রিয়। তবে তিনি জন্মদিন সেলিব্রেশন করলেন একেবারে একান্তে।প্রাক্তন সিএবি সভাপতি কাশ্মীরে মধ্যরাতে জন্মদিন সেলিব্রেশন করেন। স্ত্রী শালিনী ডালমিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীরের প্রচন্ড ঠান্ডায় সুন্দর পরিবেশে কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করেন তিনি।

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-11/KGP-I/2024-25(TIED), E-12/KGP-I/2023-24(UNTIED).** Last date of submission **24.01.2025 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur - II Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET NO- 01/15th CFC/Karimpur -II/ 2024-25, 02/15th CFC/Karimpur - II/2024-25,** Last date of submission **22.01.2025 up to 4p.m.** For details please contract to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Karimpur - II Gram Panchayat.

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Topla, Nadia. **NIET NO- 07/NARA- II/15th FC (UNTIED FUND)/2024-25,** Last date of submission **20.01.25 up to 1p.m.** For details please contact to the office visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Narayanpur- II Gram Panchayat

TENDER
An experienced developer is required for construction of G+4 Building, in trunky basis in the premises no.: 09-0039 Plot No. AC-228, Category HIG-C, action area IA, New Town, Kolkata, 700163 For a CO-OP SOCIETY'S Land Measuring 399.84 SQ.M under NKDA, may contact in the following address Prodip Sarkar, Shimulpur, P.O. Thakumagar, P.S. Gaighata, District - North 24 Parganas, West Bengal, PIN - 743287, Within 7 Days.
Karunamoy Chakraborty (Dr. Karunamoy Chakraborty) Chairman Meghmouli Co- Operative Housing Society
Prodip Sarkar (Dr. Prodip Sarkar) Secretary Meghmouli Co- Operative Housing Society

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 01 no. development work(s) under 5th **SFC** Fund vide **e-Tender No.- WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-13/2024-25, Dated: 14.01.2025.** Bid Submission Start Date: **14/01/2025 at 06.00 PM.** Bid Submission End Date: **22/01/2025 at 06.00 PM.** Technical Bid Opening Date: **25/01/2025 at 11.00 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites Quotation vide Quotation No. **N.I.Q. NO: 04/ Laptop/ C.M/ 2024-2025, DATED:14-01-2025** for Supplying of Laptop for Municipality. For further information please visit Chakdaha municipal official website **www.chakdahamunicipality.com**

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
NIT No. 12-TN/EE/P&D/24-25 তারিখ : ১৩.০১.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), এইচএমসি-হাওড়া পৌর নিগম এলাকায় এনআইটি অনুযায়ী ১ টি কাজের জন্য প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত, এবং সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি ই-টেন্ডার নোটিশ এবং পি অ্যান্ড ডি বিভাগীয় https://wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৪.০১.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যে কোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১৪৪(১)/২৪-২৫
১৪.১.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

e-Tender Notice
NIT No. 40/24-25, dt. 13/01/2025
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 7 nos), Total Amount Rs. 2,19,64,104.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. 28/01/2025 upto 12-00 p.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)
Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly
Tender Notice
Online Tender are invited vide **Reference No. 43/M-II GP/2025, Date 13.01.2025** for 07 (Seven) Nos. of work. Last Date of Bid Submission is **25.01.2025 up to 12.00 Noon.**

Tender ID List	
2024_ZPHD_799818_1	2024_ZPHD_799818_5
2024_ZPHD_799818_2	2024_ZPHD_799818_6
2024_ZPHD_799818_3	2024_ZPHD_799818_7
2024_ZPHD_799818_4	

Intending bidders are requested to visit the website :- https://wbtenders.gov.in and this notice board.
Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

মহারাষ্ট্রের পুরভোটে ‘একলা চলো’ বার্তা শরদের

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি: জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি-বিরোধী জোট ইন্ডিয়া'র অস্তিত্ব নিয়ে তৈরি হওয়া ধন্দের মধ্যেই এ বার মহারাষ্ট্রের মহাবিকাশ অঘাড়ী (এমভিএ) জোটের ভবিষ্যৎ নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হল। ইন্ডিয়া-র অন্যতম শরিক উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা (ইউবিটি)-র পরে এ বার এনসিপি প্রতিষ্ঠাতা শরদ পাওয়ারও বার্তা দিলেন, বৃহন্মুম্বই পুরসভা-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন পুর ও পঞ্চায়েত ভোটে একক শক্তিতে লড়বে তাঁর দল।

পাশাপাশি, দিল্লির আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ)-কে সমর্থনের পক্ষেও সওয়াল করেছেন তিনি। শরদ মঙ্গলবার মুম্বইয়ে বলেন, ‘জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে লড়ার জন্য ইন্ডিয়া তৈরি হয়েছিল। পুরসভা কিংবা পঞ্চায়েত ভোটের সঙ্গে এই জোটের কোনও সম্পর্ক নেই।’ মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন পুরসভা এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে এমভিএ-র অন্দরেও কোনও আলোচনা হয়নি বলেও জানিয়েছেন শরদ। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই উদ্ধবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত জানিয়েছিলেন, দেশের বৃহত্তম পুরসভা বৃহন্মুম্বইয়ে একক শক্তিতে লড়বে তাঁর দল।

দিল্লির বিধানসভা ভোট সম্পর্কে মঙ্গলবার শরদ বলেন, ‘আমাদের ভাবাবেগ বলছে দিল্লিতে কেজরিকে সমর্থন করা উচিত।’ প্রসঙ্গত, আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের পুত্র তথা বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব চলতি সপ্তাহে জানিয়েছিলেন, বিজেপি-বিরোধী জোট ইন্ডিয়া গঠিত হয়েছিল ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে। চলতি বছর বিহারের বিধানসভা ভোটে যে তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে উৎসাহী নন, এই মন্তব্যে তারই বার্তা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দিল্লির বিধানসভা ভোটে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল এবং উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি (এসপি) ইতিমধ্যেই কেজরিকে সমর্থন করেছে। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধবের পর এ বার শরদও আপের প্রতি সমর্থন জানানোয় ‘ইন্ডিয়া’র অন্দরে কংগ্রেসের বিড়ম্বনা আরও বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।

নিহত সাংবাদিকের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য

রায়পুর, ১৪ জানুয়ারি: ছত্তিশগড়ে নিহত সাংবাদিক মুকেশ চন্দ্রকরের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করল সে রাজ্যের সরকার। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই এই বিষয়ে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি, নিহত সাংবাদিকের স্মৃতিতে একটি পৃথক ভবনও গড়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নিহত সাংবাদিকের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এ ছাড়া, সাংবাদিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে একটি ভবনও নির্মাণ করা হবে। মুকেশের স্মৃতিতে সেই ভবনের নামকরণ করা হবে তাঁরই নামে।

দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর গত ৩ জানুয়ারি ছত্তিশগড়ের বস্তারে এক ঠিকাদারের বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার হয়েছিল সাংবাদিক মুকেশের দেহ। যে ঠিকাদারের বাড়ি থেকে মুকেশের দেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেই সুরেশ চন্দ্রকরকে গত ৫ জানুয়ারি হায়দরাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হন আরও তিন জন। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মুকেশকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সুরেশই। ঘটনার পর থেকেই ফেরার ছিলেন ওই ঠিকাদার। প্রায় ২০০টি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং ৩০০টি মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে তাঁর খোঁজ পায় পুলিশ।

সংবাদমাধ্যমে কাজ করার সুবাদে বস্তার এলাকায় বেশ পরিচিত ছিলেন ৩৩ বছর বয়সি মুকেশ। পাশাপাশি, নিজের ইউটিউব চ্যানেল ‘বস্তার জংশন’-এর মাধ্যমে জেলার নানা রকম খবর তুলে ধরতেন তিনি। জনপ্রিয় ওই চ্যানেলের গ্রাহকের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষেরও বেশি। গত ১ জানুয়ারি রাত থেকে নিখোঁজ হয়ে যান মুকেশ। এর দু'দিন পর তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মুকেশের দাদা যুকেশও পেশায় সাংবাদিক। তাঁর অভিযোগ, সম্প্রতি ঠিকাদার সুরেশের ১২০ কোটি টাকার দুর্নীতি প্রকাশ্যে এনেছিলেন তাঁর ভাই। এ জন্যই খুন হতে হয়েছে তাঁকে। মুকেশের পরিবারের দাবি, দুর্নীতি নিয়ে মুখ খোলার পর থেকে তাঁকে নিয়মিত হুমকির মুখে পড়তে হত। কিন্তু সে সবকে উপেক্ষা করেই এত দিন সত্যকে প্রকাশ্যে আনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন মুকেশ।

ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির পথে হামাস

গাজা, ১৪ জানুয়ারি: অবশেষে ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটল হামাস। শীঘ্রই ৩৩ জন পণবন্দিকে মুক্তি দিতে চলেছে গাজার এই জঙ্গি সংগঠন। বিনিময়ে ৪২ দিন যুদ্ধবিরতি জারি থাকবে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে। কাতারের রাজধানী দোহায় আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হচ্ছে যুদ্ধবিরতি চুক্তির খুঁটিনাটি দিকগুলি। সোমবার এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন।

গত বছরের ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিয়ে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন নেতানিয়াহু। তার পর থেকেই লড়াই জারি রয়েছে গাজায়। মাঝে পণবন্দিদের মুক্তির বিনিময়ে কয়েকদফা যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হয় গাজা ও ইজরায়েলের মধ্যে। জানা গিয়েছে ২৫০ জন পণবন্দির মধ্যে অনেককে ছাড়া হলেও ৯৪ জন এখনও বন্দি হামাসের হাতে। ইজরায়েলের আধিকারিকরা জানান, এই পণবন্দিদের মধ্যে আর ৩৩ জন জীবিত রয়েছেন। যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিনিময়ে তাঁদের মুক্তি দেবে হামাস। বিনিময়ে ৪২ দিনের যুদ্ধবিরতি সাক্ষর হবে হামাসের সঙ্গে। সূত্রের খবর, এই যুদ্ধবিরতির মাধ্যমেই হয়ত পুরোপুরি থামতে পারে দুই দেশের যুদ্ধ।

উল্লেখ্য, মারণ যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে হামাস যে পণবন্দিদের মুক্তি দিতে পারে সে আভাষ পাওয়া গিয়েছিল আগেই। যুদ্ধ থামাতে হামাসকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন হবু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফ্লোরিডায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, ‘যদি পণবন্দিদের না ফেরানো হয়, নরক নেমে আসবে। আমি চলতে থাকা দরাদরিকে ব্যাহত করছি না। কিন্তু সময়মতো ওরা ফিরে না এলে আমি এই বিষয়ে নাক গলাব। মধ্যপ্রাচ্যে তখন নরক নেমে আসবে।’ ট্রাম্পের গর্জনের পাশাপাশি যুদ্ধ থামাতে দীর্ঘদিন ধরে মধ্যস্তুতাকারীর ভূমিকায় কাজ করছিল কাতার ও মিশর।

জানা যাচ্ছে, এই চুক্তির শর্তে দুই দেশের সীমান্ত নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হতে চলেছে। পাশাপাশি ৭ অক্টোবরের পর গাজায় যে সব অঞ্চল ইজরায়েলের দখলে গিয়েছে তা মুক্ত করবে তারা। সেখানে আবার বসবাস করতে পারবেন গাজার বাসিন্দারা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি সিএসটিই/ওয়ার্কস/এইচকিউ/গার্ডেন রিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসটি_পি_এসইআর_২০২৫_ইআইডিএস_সিকেপি_১ তারিখ : ১০.০১.২০২৫; কাজের বর্ণনা:** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর ডিভিশনের ধুতরা-বাগদেহী, কুঙ্কি-ইএক্স. চণ্ডিল এবং জরাইকেলা-মহাদেবসাল সেকশনে এলিফ্যান্ট ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (ইআইডিএস) -এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন। **কাজের আনুমানিক খরচ:** ₹১৬,০৩,১০,০৭৮.৬৩; **বায়না মূল্য:** ₹৯,৫১,৬০০.০০; **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৭.০২.২০২৫ তারিখে ১১.৩০ টায়; উপরের টেন্ডারের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত তথ্য আমাদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন। **(PR-1014)**

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :-007/TBGP/2024-25 Date: 14/01/2025
Tender Id- A) 2025_ZPHD_800286_1
Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar , Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Supply of tube-well materials) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, http://wbtenders.gov.in
Information to bidders:

Last date and time for downloading of tender documents	22/01/2025 up to 12.00 Noon . (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	22/01/2025 up to 12.00 Noon . (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	24/01/2025 after 12.00 Noon . (as per Server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-
Sd/- Prodhan
Tenya- Baidyapur Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Prodhan, Ichhapur Nilgunj Gram Panchayet invites E-tender. Details are available at: **www.wbtenders.gov.in e-NITNo 05/2nd call/INGP/15TH CFC-Tied/2024-25, 06/2nd call / INGP/15TH CFC-Untied /2024-25, 07/2nd call /INGP/BEUP/2024-25 Dated-14-01-2025** Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
Sd/- Prodhan
Ichhapur Nilgunj
Gram Panchayet

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১৯-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৯.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১৯-২০২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে (১) পূর্ণ রেক দৈর্ঘ্যের মালবাহী ট্রেনের স্থান সংকুলানের জন্য লাইন নম্বর ৪-এর সিএসআর-এর পরিবর্ধনের জন্য প্রস্তাবনা এবং (২) কাশিমবাজার– কাশিমবাজারে ২২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৬ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট ফুট ওভারব্রিজ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই এবং আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২৩,৬৯,২৯৬.৯০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য ঃ** ৪৭,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৩.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
(SDAH-317/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫২৮, তারিখ ঃ ১৩.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/ টেলি/টি/২২/২৪-২৫/আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** নিশ্চিন্দপুর স্টেশনে নতুন ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম দ্বারা বর্তমান প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেমের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত টেলিকম ওয়ার্ক। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬০,২২,৬২৬.৩০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ১,২০,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২৪.০১.২০২৫। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ০৭.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ০৭.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ** www.ireps.gov.in। **কারিগরি যোগ্যতামান ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা ‘V’, যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে “পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের” গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথিঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** এসডিএইচ ও/বা পিডিএইচ সরঞ্জাম (এসটিএম-১/এসটিএম-৪/এসটিএম-১৬, এমইউএক্স ইত্যাদি) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদন সংক্রান্ত যে কোনো কাজকে এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে সমগোত্রীয় কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে। (SDAH-320/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

লুংথুং

মেঘে ভেজা এক পাহাড়ি ঠিকানা

গৌতম সরকার

লুংথুং ওল্ড সিল্ক রুটের উপর অবস্থিত এক ঐকান্তিক ট্যুরিস্ট স্পট এনজেপি স্টেশন থেকে গাড়ি ছুটবে সুন্দরী তিস্তাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলা সিকিম বর্ডার শহর রংপোর অভিমুখে সেখান থেকে বাঁদিকের রাস্তা চলে গেছে সিংতাম পেরিয়ে রাজধানী শহর গ্যাংটক; আর হালকা চড়াইয়ে সোজা পথটি পৌঁছেছে ছোট্ট পাহাড়ি শহর রংলি রংলি থেকে লুংথুংয়ের দূরত্ব খুব বেশি না হলেও তিনহাজার ফিট থেকে উঠতে হবে প্রায় সাড়ে এগারো হাজার ফিট উচ্চতায়। পুরোটাই চড়াই, তাই সময় লাগে। তারপর রাস্তায় কয়েকটা দ্রষ্টব্য দেখতে দেখতে যাবো। রংলি থেকে লিংতামের দূরত্ব ৮ কিলোমিটার। লিংতামে ঢোকার আগে বাঁদিকের সরু রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে বাখুটার খোলা। এখানে নদীর ওপর সুন্দর একটা ঝুলন্ত সেতু আছে। নদীর পাশে নিয়ে ছবির মত সুন্দর ছোট্ট শহর লিংতাম। লিংতাম চেকপোস্টে ট্যুরিস্টদের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার নেওয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। কাগজপত্র দেখিয়ে ছশো টাকা দিয়ে অক্সিজেন খরিদ করে চেকপোস্ট পেরিয়ে ঢুকলাম। চোখের পলকে লিংতাম গ্রামটি পেরিয়ে গেল। ওখান থেকে পেরিয়ে গেলাম একটা ছোট্ট গ্রাম নিমাচেন, তারপর এল পদমচেন। পদমচেন ছাড়িয়েই পড়ল ফরেস্ট চেকপোস্ট। মাথাপিছু পঞ্চান্ন টাকা করে টিকিট কেটে ঢুকলাম 'প্যাঙ্গোলাখা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি' এলাকার মধ্যে। পদমচেন থেকে জুলুক ঘণ্টা খানেকের পথ। এর মাঝে দেখে নিয়েছি কিউখোলা ঝর্ণা আর ইকো পার্ক।

গাড়ি যখন জুলুক পৌঁছল তখন গোটা এলাকা ঘন মেঘে ঢাকা পড়েছে। সামনের পিছনের সবকটা লাইট জ্বেলে গাড়ি শম্বুক গতিতে চলছে। জুলুকে একটা আর্মি ব্যারাক আছে, আর হোমস্টেগুলো মনে হচ্ছে পাহাড়ের কিনারা ধরে ঝুলে আছে। বিনা অনুমতিতে ঘরে মেঘ ঢুকে যাচ্ছে, গাড়ির মধ্যে বসেই জাঁকানো শীত টের পেতে লাগলাম। রাস্তায় যেখানেই মনে হচ্ছে গাড়ি থামিয়ে ছবি তুলতে তুলতে চললাম। সওয়া একটা নাগাদ পৌঁছলাম থাম্বি ভিউপয়েন্টে, উচ্চতা ১১,২০০ ফুট। এই ভিউপয়েন্টের বৈশিষ্ট্য হল এখান থেকে পাখির চোখে সিল্করুটের বত্রিশটি বাঁকপথের দর্শন মেলে। অনেকে একে ভুলভুলাইয়া বা জিগজ্যাগ রোড বলে। আমরা পৌঁছনোর পর মিনিট পাঁচেক মেঘমুক্ত ছিল এই দর্শন, তারপর কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ এসে জিগজ্যাগ রোডের সমস্ত বাঁকগুলো এমনকি আমাদেরও ঢেকে দিল। অগত্যা গাড়িতে উঠে বসলাম, গাড়ি ঠিক দেড়খানা বাঁক পেরিয়ে দাঁড়ালো লুংথুং ইকো রিট্রিটে, আমাদের আজকের র আস্তানা। দেড়টা বেজে গেছে, তাই ঘরে ঢোকার আগেই গরম ভাতের সাথে করলাভাজা, ডাল, আলুভাজা আর ডিমের ওমলেট খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলাম

সন্ধ্যেবেলা কফি খেতে খেতে ডোমাজীর মুখে গল্প শুনছিলাম। এই চরম আবহাওয়ায় একা হোমস্টে চালিয়ে যাচ্ছেন। ট্যুরিস্টদের খাবার তৈরি থেকে শুরু করে সমস্তরকম দেখভাল একা হাতে করেন। স্বামী থাকেন গ্যাংটকে, দুই মেয়েই হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে হোমস্টে চালানোর পাশাপাশি পথচলতি ট্যুরিস্টদের জন্য চা, কফি, ম্যাগি, ডিম আর সঙ্গে জলের বোতল, ফ্রুট জুস, পট্যাটো চিপসের বিক্রির ব্যবসাও করেছেন।

এখানে বিকেল পাঁচটার পর শব্দহীন চরাচর বিরাজ করে। গাছ, পাখি, প্রজাপতিরাও ঘুমিয়ে পড়ে। তাই খাওা সেরে বেরিয়ে আবার থাম্বি ভিউপয়েন্টের দিকে চললাম। শেষ বিকেল মেটে সিঁদুর রং গায়ে মেখেছে, মলিন আলোয় থাম্বি থেকে নিচের দৃশ্য আবছা হতে লেগেছে এখানকার একমাত্র দোকানে কফি খেতে খেতে বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টি থামতে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলাম, তবে আবহাওয়ার কোনও পরিবর্তন হলনা। দোকান বন্ধ হল সন্ধ্যে পাঁচটায়, অগত্যা আমাদেরকেও গাত্রোত্থান করতে হল।

এখানে আসা ইস্তক লোডশেডিং চলছে, সন্ধ্যের পরেও আলো এলনা। ডোমাজীর হাতে বানানো অনবদ্য কফি খেয়ে ঘরে পৌঁছানোর কিছু পরই পাওয়ার ব্যাক আপে জ্বলা বাল্বও হাত তুলে দিল। অগত্যা বাতিই ভরসা। মেঘলা আকাশে জানলা দিয়ে দূরে ভুটান, আসাম আর রংলির আলোর বাতি চোখে পড়ছে, যদিও মেঘলা আকাশের কারণে আলো বড়ই ক্ষীন। ডোমাজীর ভাই অন্যঘর থেকে আরেকটা বাল্ব এনে লাগিয়ে দিল। এগুলো সবই রিচার্জেবল বাল্ব। রাতের খাবার ছিল চিকেন আর রুটি। কিন্তু ডিনারের ঠিক আগে দুনম্বর বাল্বও হাল ছেড়ে দিল। দোকান বন্ধ করে শুতে যাওয়ার সময় আমাদের করুণ অবস্থা দেখে আবার নিচে গিয়ে ডোমাজী ইমার্জেন্সী লাইট এনে দিলেন সঙ্গে একটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক।

সকালে খুব ভাঙলো ভোর ৪টে ২৫শে। ডোমাজীর মুখে শুনেছি যদিও এখন ভালো সূর্যোদয় হচ্ছেনা তবে যদি দেখতেই হয় তাহলে ঐ সকাল সাড়ে চারটের মধ্যে উঠতে হবে। সাড়ে চারটেতেই চারদিক পরিষ্কার হতে শুরু হয়েছে। তৈরি হয়ে পাঁচটা নাগাদ রাস্তায় নেমে এলাম, ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। এখান থেকেও 'ওয়াইন্ডিং রোডের' দৃশ্য অসাধারণ। কয়েক পাক ওপরে উঠে বেশ কিছু মনভালো করা ছবি তুললাম। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম একদম ওপরের রিয়েল হোমস্টেতে। ওখান থেকে ফিরতে ফিরতে বৃষ্টি শুরু হল। মিনিট দশেক পর বৃষ্টি থামতে থাম্বি ভিউপয়েন্টের দিকে চললাম তখন ঘড়িতে সাড়ে ছটা। ওই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে মেঘমুলুকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম, না দেখা পেলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার, না সূর্যদেবের, না ভুলভুলাইয়ার ভিউ এমনকি কোনও মানুষ বা গাড়িও চোখে পড়ল না। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলাম।

আজ আমরা নাথাং ভ্যালি, আদি বাবামন্দির, ওল্ড বাবামন্দির, কুপুপ লেক, টুকলা ভ্যালি, নিউ বাবামন্দির হয়ে ছাঙ্গুলেক পর্যন্ত যাবো। আমরা আছি সাড়ে এগারো হাজার ফিট উচ্চতায় আর ছাঙ্গুর উচ্চতা প্রায় চোদ্দ হাজার ফিট। গরম গরম রুটি আর আলুর তরকারি খেয়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে গাড়ি প্রথমে দাঁড়ালো নাথাং ভ্যালি। এই উপত্যকাকে কোথাও কোথাও 'পূর্ব- ভারতের লাদাখ' বলেও অভিহিত করা হয়। নাথাং ভ্যালির

উচ্চতা ৪, ১১৫ মিটার। মেঘহীন আকাশে এখান থেকে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা চোখে পড়ে। নাথাং উপত্যকা পেরিয়ে এল আরেক উপত্যকা টুকলা ভ্যালি, আরও নির্জন, আরও ছবির মত। টুকলা পেরিয়ে মেঘের মধ্যে দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। অনেক উপর থেকে চোখে পড়ল এক অনিন্দ্যসুন্দর লেক, কুপুপ লেক। এই লেককে আকৃতির কারণে এলিফ্যান্টস লেকও বলে। রাস্তা থেকে দেখলে সত্যি এক উল্টানো হাতির প্রতিকৃতি চোখে পড়ে।

এরপর আসবে মেমেঞ্চো লেক, এই লেকের অবস্থান গাড়ির রাস্তা থেকে অনেক নিচে। এই লেকের কাছে যাওয়া নিষেধ। লেককে ঘিরে পাইন আর দেবদারু গাছের সারি। স্থানীয় বিশ্বাস ৩,৯৬২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই লেকের রং নাকি মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যায়। এরপর আসবে আদি বাবামন্দির। এই মন্দির বাবা হরভজন সিং মন্দির নামেও পরিচিত। হরভজনজী ছিলেন ২৩ রেজিমেন্টের একজন সৈনিক যিনি ১৯৬২ সালের ভারত চায়না যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ভারতীয় সেনা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাদের বিশ্বাস সিংজী মৃত্যুর পরেও এখানকার সৈনিকদের রক্ষাকর্তা। তাঁর নামে এখনও মাসে মাসে মাহিনা দেওয়া হয়। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর জন্য প্রস্তুত বিছানা সকালে অগোছালো হয়ে ওঠে, সকালে তাঁর বুটজুতো পালিশ করে রাখা হয় সেটা সন্ধ্যেবেলা অপরিষ্কার হয়ে ওঠে। এইসব ঘটনা বাবার প্রতি সৈন্যদের বিশ্বাস ও ভরসা আরও বাড়িয়ে তোলে।

এরপর দেখে নিলাম বহুবার দেখা নিউ বাবামন্দির আর ছাঙ্গু লেক। ছাঙ্গু লেকে খুব বেশি পর্যটক না থাকলেও বাবামন্দিরে বেশ ভিড় পেলাম মন্দির দেখে গাড়িতে টের পেলাম পেটে আগুন জ্বলছে। থাঙ্গু ভিউ পয়েন্টে এসে ম্যাগি আর ওমলেট দিয়ে খিদে মেটালাম। শেষ সুযোগে থাম্বি নিরাশ করলো না। ওপর থেকে মনভরে নিচের সর্পিলাকার জ্যামিতি দেখে নিলাম। এবা ফেরার পালা

কিভাবে যাবেন?

ট্রেনে এনজিপি বা বিমানে বাগডোগরা পৌঁছে ভাড়ার গাড়ি বা এসএনটি বাসস্ট্যান্ড থেকে ছোট বাসে পৌঁছে যেতে পারেন বাংলা ও সিকিমের বর্ডার শহর রংপো। রংপো থেকে রংলির দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার। রংলি বা ছুজাচেন গ্রামে একটা রাত কাটিয়ে পরের দিন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন সিল্করুটে। রংলি থেকে লুংথুং আনুমানিক ৪০-৪৫ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন?

এখান থাকার জায়গা হাতেগোনা কয়েকটা মাত্র-

১. লুংথুং ইকো রিট্রিট
৮৯০০৫-৭৬৮৩০
২. রিয়েল হোমস্টে
৮৬৩৭৫-৫১৩২৯
৩. লামাখাং হোমস্টে
৯৯৩৩৪-৭১২০২;
৯৭৭৫৪-৯৭৭০৭;
৮৯৬৭২-২৪৪৫১
৪. হিল টপ হোম স্টে
৮১৬৭৫-৩২০৮৪
জেনে রাখুন লুংথুং থেকে বাবামন্দির